না, তখন অন্য উপায়ে ইহার সাধন করিতে সচেষ্ট হইল, কিন্তু কি করে? পরে যখন তাহাদের উন্নতি হইতে লাগিল, বুদ্ধিবৃত্তি, দর্শনশক্তি ও অভাববুদ্ধি পরিবর্দ্ধিত ও বিস্তৃতায়তন হইতে লাগিল, তখন তাহারা উপায় উদ্ভাবন করিতে সমর্থ ও কৃতকার্য্যও হইল। তখন হইতে যন্ত্রসঙ্গীতের প্রথম সমাবর্ত্তন হইল—আদৌ ততযন্ত্র, পরে শুষির বা ফুৎকার যন্ত্র। প্রথমে যে ততযন্ত্র সৃষ্ট হয় তাহা একতন্ত্রী—আমাদের দেশেও একতন্ত্রী যন্ত্র সমুদয় ততযন্ত্রের আদি বলিয়া অতি পুরাতন কাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, কিন্তু ইহা যে পৃথিবীর সমুদয় ততযন্ত্র অপেক্ষা প্রাচীনতম তাহা আমরা বলিতে পারি না; তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যখন অধুনাতন সভ্যতম-জাতি-সকলের মধ্যে অনেকেই জনসমাজে অশ্রুতনামা ছিল—কিম্বা আরণ্য-পশু-দিগের ন্যায় নিবিড়ারণ্যে নিভৃত-দুর্ভেদ্য-পর্ব্বত-গুহায় বিচরণ করিয়া স্বচ্ছন্দবনজাত-ফলমূলদ্বারা অথবা সদ্যো-ব্যাপাদিত-পশু-মাংসে উদর পূর্ত্তি করিয়া নিষাদের ন্যায় জীবন ধারণ করিত, যখন তাহাদের অধিষ্ঠিত দেশ সকল হয়ত সমুদ্রের অগাধগর্ভে নিহিত, না হয় বিবিধহিংস্র-জন্তুসমাকুল-ভীষণ-অরণ্যানী-পরিব্যাপ্ত ছিল, তখন এই যন্ত্র আমাদের দেশে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়াছিল। কথিত আছে, দেবাদিদেব মহাদেব একতন্ত্র-বিশিষ্ট পিনাকযন্ত্র প্রথম নির্ম্মাণ করেন, সেই জন্যে তাঁহার একটী নাম পিনাকী। খৃষ্টীয় শকের যে কত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহাদেবের কীর্ত্তিপরম্পরা সংসাধিত হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যাহা হউক, সেই একতন্ত্রী

পিনাকে একটী মাত্র তার সমাবেশিত থাকিত এবং তাহাতে কোন সারিকা-বিন্যাস ছিল না, সুতরাং ইহার নির্ম্মাণে কৌশলের অতি অল্প মাত্রই প্রয়োজন হইয়াছিল। কিন্তু প্রথম ফুৎকার-যন্ত্র যখন নির্ম্মিত হইয়াছিল, তখন নিশ্চয়ই মানবের সেরূপ অবস্থা ছিল না। কারণ তাহার নির্ম্মাণ সমধিক জটিল ও কষ্টসাধ্য। ফুৎকারযন্ত্রে যে সকল ছিদ্র-বিন্যাস করা হয়, তাহাদের পরিমাণ সমান নহে—পরস্পারের দূরত্ব সমান নহে—তাহাদের প্রত্যেকের ব্যাসও সমান নহে, বিভিন্ন স্বরের জন্য তাহাদের বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, সুতরাং সে সকল যখন সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছিল তখন নিশ্চয়ই মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি সমধিক পরিমার্জ্জিত ও দর্শনশক্তি সমধিক প্রোজ্জ্বল হইয়াছিল। বিশেষতঃ কথিত আছে, দ্বাপরযুগে কৃষ্ণাবতারে বংশীর প্রথম স্থষ্টি হয়। বংশী বাদনের নিয়মাবলী দ্বাপরযুগের পূর্ব্বে যে কেহ জানিত ইহা কোন গ্রন্থে লক্ষিত হয় না, কিন্তু দেবাদিদেব মহাদেব দ্বাপরের অনন্তকাল পূর্ব্বে সত্যযুগে পিনাকযন্ত্র ব্যবহার করিতেন; ইহার প্রমাণ নানা সংস্কৃত পুরাণে লক্ষিত হয়। এরূপ উন্নতি কালসাপেক্ষ, সুতরাং ততযন্ত্র যে ফুৎকার যন্ত্রের পূর্ব্বে হইয়াছে তদ্বিষয়ে আর অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। কোন কোন ইতিহাসলেখক উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন যে, ততযন্ত্রের পূর্ব্বেও দুই একটী ফুৎকার-যন্ত্রের প্রচলন ছিল। তাঁহাদের এ কথা কোন মতেই সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে না। কারণ, তাঁহারা যাহাদিগকে ফুৎকার যন্ত্র বলিতেন তাহারা প্রকৃতকল্পে যন্ত্র নহে—বুদ্ধি

কৌশল তাহাতে অণুমাত্রও বিনিযোজিত হয় নাই। যেহেতু তাহারা প্রকৃতিসম্ভূত, যেমন শঙ্খ ও শৃঙ্গ। এই দুইটীকেই পুরাবিদ্‌গণ আদি ফুৎকারযন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। ততযন্ত্র সমূহের সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি ও বহুল প্রচার যখন না হইয়াছিল, তখন এরূপ দুই একটীর প্রচলন অসম্ভব বলিয়া বোধ না হইলেও হইতে পারে, কিন্তু যখন শুষির "যন্ত্র" এই উন্নত সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যন্ত্র সকলের মধ্যে পরিগণিত হইতে আরম্ভ হইল, যখন তন্নির্ম্মাণে মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনের আবশ্যক হইল, তখন প্রথমে ফুৎকার-প্রয়োগ-বৈচিত্রে শঙ্খ ও শৃঙ্গে দুই চারিটী মাত্র স্বর নিনাদিত হইত, কিন্তু পরে যখন বিবিধ স্বর-বিভ্রম—বিবিধ-রাগ-বিলসিত প্রদর্শন করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল, তখন আর প্রকৃতি-সুলভ শঙ্খ বা শৃঙ্গে সঙ্গীত কুতূহলী মানবের তৃপ্তি সংসাধিত হইল না। তখন হইতেই ফুৎকার যন্ত্রের প্রথম সৃষ্টি আরম্ভ হইল। প্রথমে এক নল যন্ত্র সৃষ্ট হয়, পরে তাহার অঙ্গভেদে, রচনা-ভেদে, বিবিধ অভিপ্রায় সংসাধনের নিমিত্ত বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারে ও বিভিন্ন নামে প্রচারিত হয়। পরিশেষে দ্বিনল যন্ত্রও সৃষ্ট হইয়াছে। এক নল যন্ত্রে প্রথমে দুইটী মাত্র ছিদ্র বিন্যস্ত করা হইত, সেরূপ একটী কর্দ্দমবিনির্ম্মিত যন্ত্র ব্যাবিলনের দগ্ধাবশেষ হইতে আনিয়া কাপ্তেন্ উইলক্ রএল্ আসিয়াটিক্ সোসাইটীতে উপঢৌকন প্রদান করেন। তাহাকেই এখন সকলেই ফুৎকার যন্ত্রের আদি বলিয়া থাকেন। কিন্তু অতি পূর্ব্বকাল হইতেই আমাদের দেশেও

উক্তবিধ যন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী যে অগ্রিম, আমরা তাহার নিশ্চয়াবধারণ করিতে সমর্থ নহি। তবে ইহা যে পূর্ব্বাঞ্চল হইতেই প্রথমে উৎপন্ন হয় তাহা সকলেই একবাক্য হইয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, দ্বিনল যন্ত্রও এই পূর্ব্বাঞ্চলেই প্রথমে প্রচলিত হইয়াছে। কেহ বলেন ইহা মিসরের, কেহ বলেন ইহা ভারতের—মিসরে ইহার নাম "আর্গুল্" ভারতে ইহার নাম "পূগী"। কিন্তু এ উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী যে অগ্রের অদ্যাপিও তাহার কোন নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। উভয়েই দেবতাদিগের উপাসনার সময় ব্যবহৃত ও পুরোহিতদ্বারাই বাদিত হইত। কিন্তু প্রভেদ এই যে, ভারতে নাসিকাদ্বারাই নিনাদিত হইত, এখনও হইতেছে; কারণ তখন এই সংস্কার ছিল যে, যে যন্ত্র অপর সাধারণ লোকেরা মুখে বাজাইত, তাহা পূজ্যপাদব্রাহ্মণদ্বারা সেরূপে ব্যবহৃত হইত না, ব্রাহ্মণেরা সেই জন্য তাহা নাসিকায়ই বাজাইতেন, মুখদ্বারা উচ্ছিষ্ট করিতেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সোসাইটী দ্বীপে ও ফিজি আইলণ্ডেও ইহা নাসিকায় বাদিত হইত, ভারতের এপ্রথা যে কিরূপে উক্ত দূরবর্ত্তী দ্বীপে প্রচলিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না। যে সমস্ত যন্ত্রে একনল, দ্বিনল ও তাহাদের বিভিন্ন-প্রকার-ভেদ এই পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, প্রায় তাহার সমুদয়ই ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতেই লব্ধপ্রসর হইয়া আসিতেছে—এ সকল সম্বন্ধে সম্মান সম্পর্কে অন্যান্য দেশপ্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপ হইয়াছে—বস্তুতঃ প্রকৃত ইতি-

হাসের অভাবে ও প্রকৃত কাল নির্ণয়ের অস্থিরতাবশতঃ এরূপ নানা মত ভেদ উপস্থিত হইয়াছে—কিন্তু সর্ব্বদেশীয় ফুৎকার যন্ত্রের মধ্যে একটী যন্ত্রের নিমিত্ত আমাদের ভারত উন্নততম চূড়ায় অধিরোহণ করিয়াছে। সেটী ভারতের চিরকালের গৌরবের এবং নিজের ধন। তাহা অধুনাতন ন্যাসতরঙ্গ নামে প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু অতি প্রাচীন কালে তাহার নাম উপাঙ্গ ছিল—

"অঙ্গৈকদেশমাশ্রিত্য প্রবৃত্তির্যস্য জায়তে।
উপাঙ্গঃ স সমাখ্যাতঃ কবিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥"

এই অতি প্রাচীন সংস্কৃত পদ্য আমাদের উক্ত বাক্য সপ্রমাণ করিতেছে।

---

## আনদ্ধ-যন্ত্র।

---

ঢোলক, ঢোল, মৃদঙ্গ, তলমৃদঙ্গ বা তব্‌লা, খোল, ঢক্কা, কাড়া, নাগ্‌রা, দামামা, জগঝম্প, ডমরু, ডুক্‌ডুকি, টিকারা, তাসা, খঞ্জনী, ডম্ফ, হুড়্‌কা, ঘুট্রু, ঘোষযন্ত্র খোর্দ্দা, মাদল, জোড়ঘাই. এইগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় বিভিন্ন উপলক্ষে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইহারাও সভ্য ও গ্রাম্য প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। বিশদ করিবার নিমিত্ত নিম্নে তাহাদের এক তালিকা দেওয়া গেল;—

| সভ্য | বাহির্দ্দেশিক | সামরিক | গ্রাম্য | মাঙ্গল্য |
|---|---|---|---|---|
| মৃদঙ্গ | ঢক্কা | জগঝম্প | ডুক্‌ডুকি | টিকারা |

| তব্‌লা | ঢোল | ঢক্কা | খোর্দ্দক | কাড়া |
|---|---|---|---|---|
| ঢোলক | নবৎ | তাসা | মাদল | নাগ্‌রা |
| | নাগ্‌রা | কাড়া | জোড়খাই | ডম্ফ |
| | | দামামা | খঞ্জনী | খোল |
| | | | ডমরু | |
| | | | হুড়ুকা | |
| | | | ঘুট্‌ক | |

ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলই অনুগত সিদ্ধ বাদ্য—গান ও নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে বাদিত এবং কতকগুলি আবার পূজা ও বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে শুদ্ধ ব্যহৃত হইয়া থাকে, যেখানে নৃত্য বা গান কিছুরই সঙ্গে যোগ দিবার জন্য বাদিত হয় না, অথচ বাজাইবার সময় কোন কোন বাদক বাজাইতে বাজাইতে আমোদে এত প্রমত্ত হইয়া উঠে যে, সে স্বয়ংই নৃত্য করিয়া থাকে। এই সকল যন্ত্রে বিভিন্ন আকারের ও বিভিন্ন উপাদানের এক একটী খোল এবং তাহার এক অথবা দুই মুখই চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত এবং সেই আচ্ছাদন চর্ম্ম-রজ্জু অথবা চর্ম্মসূত্রে সংযত থাকে। এই শ্রেণীস্থ অনেক যন্ত্র অতি পূর্ব্বকালে সমরস্থলে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু তাহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং কতকগুলি বা নামভেদে ও উপলক্ষভেদে অদ্যাপি ব্যবহৃত হইতেছে। ইহাদের মধ্যে যে কোন্‌টী আদি তাহার নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে এটী অবশ্যই স্বীকার্য্য কত সহস্র বৎসর অতীত হইল দেবাদিদেব মহাদেব ডমরু যন্ত্র ব্যবহার করিতেন। যাহা হউক এক্ষণে প্রত্যেকের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাউক।

## মৃদঙ্গ।

ইহার বিষয় মৎপ্রণীত-মৃদঙ্গমঞ্জরী-গ্রন্থে বিশেষরূপে দ্রষ্টব্য। এই যন্ত্র সভ্যযন্ত্রশ্রেণীর মধ্যে প্রধানরূপে পরিগণিত। ইহা প্রথমে মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত হইত, সেইজন্য ইহার নাম মৃদঙ্গ* হইয়াছে। কিন্তু পরিশেষে ইহা মৃত্তিকাদ্বারা না হইয়া এক্ষণে কাষ্ঠের হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং মৃত্তিকা-নির্ম্মিত গুলিকে এক্ষণে সাধারণতঃ খোল বলিয়া থাকে। এই মৃদঙ্গের পারসিক নাম পাখওয়াজ, অর্থাৎ যাহা হইতে ঘোর গম্ভীর শব্দ নির্গত হয়। পুরাণে কথিত আছে, সত্যযুগে দেবাদিদেব ভগবান্ মহাদেব মহাবল পরাক্রান্ত দুর্জ্জয় ত্রিপুরাসুরকে ঘোর সংগ্রামে বিনাশ করিয়া ইন্দ্রাদি-দেবগণ-পরিবেষ্টিতভাবে আনন্দে নৃত্য করিয়াছিলেন। সেই নৃত্যের আনুকূল্যজন্য ভগবান্ ব্রহ্মা মৃদঙ্গের প্রথম সৃষ্টি করেন এবং গণাধিপ গজাননকে প্রথম উক্ত যন্ত্রে সমরবিজয়ী ব্যোমকেশের নৃত্যের সঙ্গে তাল দিবার জন্য অনুমতি দেন। সেই অবধি মৃদঙ্গের উৎপত্তি। কথিত আছে, সেই ত্রিপুরাবিজয়ের সময় ত্রিপুরাসুর-বধের পর তাহার রুধিরে পৃথিবীমণ্ডল ভিজিয়া কর্দ্দমাক্ত হয়, ভগবান্ ব্রহ্মা সেই শোণিতাক্ত মৃত্তিকা লইয়া মৃদঙ্গ প্রস্তুত করেন এবং সেই অসুরের চর্ম্ম লইয়া উক্ত যন্ত্রের আচ্ছাদনী, শিরা-নিচয়ে বেষ্টনী-রজ্জু এবং অস্থিতে গুল্ম প্রস্তুত করিয়াছিলেন। †

---

* মৃৎ মৃত্তিকা অঙ্গং অঙ্গভূতং যস্য তৎ।
এই শব্দের অর্থ—মৃত্তিকা যাহার অঙ্গভূত হইয়াছে।

† ইহার অন্যান্য বিষয় মৎপ্রণীত মৃদঙ্গমঞ্জরীগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

এই মৃদঙ্গযন্ত্র অনেক দিন হইতে আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এখন ইহাকে সচরাচর খদির, রক্তচন্দন, গাম্ভার, পনস প্রভৃতি কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে খদিরনির্ম্মিত মৃদঙ্গই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত মৃদঙ্গের ধ্বনি অতীব গম্ভীর ও সুমধুর হয়। ইহার দৈর্ঘ্য দেড় হস্ত ও যন্ত্রনির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠের দল দেড় অঙ্গুলি-পরিমিত। মৃদঙ্গের বামমুখ দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ অঙ্গুলি ব্যাস-বিশিষ্ট এবং দক্ষিণ মুখ বাম অপেক্ষা এক বা অর্দ্ধাঙ্গুলি ন্যূন। যন্ত্রের মধ্যদেশ পৃথুল। এই যন্ত্রের আচ্ছাদনী চর্ম্মসূত্রদ্বারা আবদ্ধ এবং চতুরঙ্গুলি পরিমিত গোলাকার আট্‌টী গুল্ম সেই চর্ম্ম রজ্জুর সঙ্গে সংলগ্ন থাকে। এই গুল্মগুলি হস্তিদন্তের অথবা কাষ্ঠের হয়। ইহারা স্বর-বন্ধনের প্রধান উপযোগী। মৃদঙ্গের দক্ষিণমুখ কৃষ্ণখরলিযুক্ত করা হয়*। এবং বামমুখ শুদ্ধ চর্ম্মাচ্ছাদনীতে আবৃত থাকে। বাজাইবার সময় বাদকগণ সেই আচ্ছাদনীর উপর ময়দা লেপন করিয়া লন। এই যন্ত্র বাজাইতে হইলে খরলিযুক্ত মুখটী দক্ষিণ হস্তের দিকে আর ময়দা লেপন বিশিষ্ট মুখটী বাম দিকে প্রায়ই থাকে, কোন কোন বাদক ইহার বৈপরীত্যও করিয়া থাকেন। কিন্তু যন্ত্রটী ক্রোড়ে রাখিয়া বাজাইবার সময়ে দুই মুখে দুই হস্তই ব্যবহার করিতে হয়।

* ভস্ম, গিরিমাটী, অন্ন, কেন্দুক অর্থাৎ গাব, চিপীটক অর্থাৎ চিড়ে দিয়া খরলি প্রস্তুত করিতে হয়।

এই মৃদঙ্গ যখন প্রথমে মৃত্তিকাদ্বারাই নির্ম্মিত হইত, তখন শ্রীকৃষ্ণের লীলাসংকীর্ত্তনের সময়ই সমধিক ব্যবহৃত হইত। কিন্তু অধুনাতন কাষ্ঠের মৃদঙ্গ সভ্যযন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, ইহা ধ্রুপদাদি গীতের সঙ্গেই প্রায় সচরাচর বাদিত হইয়া থাকে—কিন্তু পূজার সময় বিশ্বেশ্বরের মন্দিরেও ইহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।

---

### ঢোলক।

এই যন্ত্রটী সভ্য ও বাহির্ব্ব্যারিক উভয়ই। ঢোলক শব্দটী প্রাকৃত, ইহার কোষ কাষ্ঠদ্বারাই সচরাচর নির্ম্মিত হইয়া থাকে, এবং মধ্যস্থল মৃদঙ্গের ন্যায় উত্তান ও দুই মুখ পাতলাচর্ম্মদ্বারা আবৃত হয়। সেই দুই খানি চর্ম্ম রজ্জুদ্বারা অন্যোন্যদিকে তির্য্যগ্‌ভাবে আবদ্ধ। স্বরের তারতম্যের জন্য আবশ্যকমত সেই সকল রজ্জুকে ন্যূনাধিক দৃঢ় সংযত করা যায়। সেই সকল রজ্জুতে লৌহ, পিত্তল ও রৌপ্যের অঙ্গুরীয়ক ( কড়া ) আবদ্ধ থাকে, তাহাদের অবস্থানভেদে রজ্জু সকলের বন্ধনদৃঢ়তার তারতম্য হইয়া থাকে। ইহার দুই মুখ প্রায় সচরাচর সমান ব্যাস-বিশিষ্ট হয়। বাম মুখে খরলি লেপিত থাকে। ইহার বাদনক্রিয়া ক্রোড়ে রাখিয়া দুই হস্তদ্বারাই সম্পাদিত হয়। মৃদঙ্গের ন্যায় বাজাইবার সময় ইহার খরলিশূন্যমুখে ময়দা লেপিত হয় না।

এই যন্ত্র কিছু পূর্ব্বে হাফ্‌আকড়াইতে এবং এখন যাত্রা,

পাঁচালি, কবি প্রভৃতিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গ্রাম্যলোকেরা বাহুলীনযন্ত্রের সঙ্গে বিপণি প্রভৃতি স্থলেও ব্যবহার করে। ঢোলকের অনুরূপ যন্ত্র লিডিয়া, এসিরিয়া প্রভৃতি দেশে পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইত এবং আধুনিক পারস্য প্রভৃতি স্থানে এখনও লক্ষিত হয়।

---

### তব্‌লা বা তল-মৃদঙ্গ।

এই যন্ত্রটী সভ্য। ইহা দুইটী—বামক ও দক্ষিণক, সচরাচর যাহাদিগকে বাঁয়া ও ডাইনে বলিয়া থাকে। ইহারা উভয়ই একত্রে, কখন কখন বা শুদ্ধ বামকই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। খাদস্বরে বদ্ধ থাকে বলিয়া বামককে সময়ে সময়ে তাল দিবার জন্য লোকে ব্যবহার করে। দক্ষিণকের পক্ষে সেরূপ হয় না। তাহা একস্বরে আবদ্ধ থাকে। তব্‌লার এক মুখে কেবল চর্ম্মাচ্ছাদ্‌নী আবদ্ধ থাকে। তবলা এই একই সংজ্ঞায় আসিরিয়াদেশেও প্রচলিত ছিল।

---

### ঢোল।

ইহা গ্রাম্য ও বাহির্দ্বারিক যন্ত্র। ইহার আকার অবিকল ঢোলকের ন্যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত একটু বড়। ইহারও বাম মুখে খরলি থাকে। কিন্তু দুই হস্ত না দিয়া এক হস্ত আর এক-হস্ত-ধৃত-দণ্ডদ্বারা এই যন্ত্রকে বাজান হয়। বাজাইবার সময় ইহা রজ্জুদ্বারা গলদেশে ঝুলান থাকে। এই যন্ত্র বিবাহ ও পূজা প্রভৃতি উপলক্ষেই ব্যবহৃত হয়। ইহার আনুষঙ্গিক যন্ত্র কাংস্যিকা। বোধ হয় ঢোল যন্ত্র কালে পরিণত হইয়া ঢোলক হইয়া থাকিবে।

---

## ঢক্কা।

এই যন্ত্রটী বাহির্দ্বারিক। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ও অতি প্রাচীন যন্ত্র। এমন কি এই যন্ত্র ত্রেতাযুগে রামরাবণের ঘোর যুদ্ধেও ব্যবহৃত হইয়াছিল। ইহার দক্ষিণমুখে দুইটী দণ্ড দ্বারা বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্র আমাদের দেশে চড়কের ও সকল শক্তিপূজার সময় ব্যবহৃত হয়। ইহার আনুষঙ্গিকবাদ্য কাংস্যিকা। ঢক্কা যন্ত্র পক্ষীর পালক চূড়ায় সুশোভিত থাকে। এই যন্ত্রটী ভারতবর্ষেরই বলিলে বড় অত্যুক্তি হয় না। কারণ অদ্যাবধি যন্ত্রের যত চিত্র, যত প্রতিমূর্ত্তি নানাদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে—ইহার প্রতিরূপ কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কেবল ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মিসরদেশীয় ধ্বংসাবশিষ্ট থিবিনের কোন স্থল উৎখাদিত করিয়া এরূপ একটী যন্ত্র পাওয়া গিয়াছিল।

---

## কাড়া।

এই যন্ত্রেরও এক মুখে চর্ম্মাচ্ছাদনী আবদ্ধ থাকে। ইহাকে গলায় ঝুলাইয়া দণ্ডদ্বারা বাজাইতে হয়। ইহার মুখ পশ্চাদ্দেশ অপেক্ষা সমধিক বিস্তৃত। ইহা একটী বাহির্দ্বারিক যন্ত্র, পূর্ব্বকালে রাজাদের বহির্গমন ও যুদ্ধ সময়ে ইহা বাদিত হইত। অধুনা পূজার সময় জগঝম্প প্রভৃতি অন্যান্য আনদ্ধ যন্ত্রের সহিত ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে।

---

## নাগ্‌রা।

এই যন্ত্র দ্বিবিধ—ক্ষুদ্রনাগ্‌রা ও মহানাগ্‌রা। এ উভয়ই বাহির্দ্বারিক যন্ত্র, উভয়ই মৃত্তিকাদ্বারা নির্ম্মিত। ক্ষুদ্রনাগ্‌রা দেখিতে একটী গোলাকারের অর্দ্ধাংশ। ইহার এক মুখে চর্ম্মাচ্ছাদনী কতগুলি চর্ম্মরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ থাকে। সেই সকল চর্ম্মরজ্জু আবার পশ্চাৎ দিকে একটী চর্ম্মবেষ্টনে আবদ্ধ। শোভার জন্য এই যন্ত্রে পক্ষিপক্ষ ও অশ্বকেশ চর্ম্মরজ্জুর মধ্যে মধ্যে যোজিত থাকে। এই যন্ত্র গলায় ধৃত হইয়া দণ্ড-দ্বারা বাদিত হয়। ইহার ব্যবহার সর্ব্বদা কাড়া যন্ত্রের সঙ্গে হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে যখন পক্ষি-পক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, ইহাতে যে, এই যন্ত্র অতি প্রাচীন তাহাতে অণুমাত্রও সন্দেহ নাই। অতি পূর্ব্বকালে ইহা যুদ্ধযন্ত্র ছিল। কিন্তু এখন রাজাদিগের বহির্গমন, পূজা ও বিবাহাদিতে ইহার সমধিক প্রচলন।

মহানাগ্‌রা উক্ত যন্ত্র অপেক্ষা বৃহত্তর। এবং পশ্চাদ্ভাগে ক্রমে কোণাকার হইয়াছে। ইহা দুইটী—বাম ও দক্ষিণ। আকারগত অন্যান্য বিষয়ে ইহা উপরিউক্ত যন্ত্রের ন্যায়। এই মহানাগ্‌রা টিকারা-নামক আর একটী যন্ত্রের সঙ্গে নৌবতে ব্যবহৃত হয়। বাদনক্রিয়া ভূমিতে রাখিয়াই দুইটী দণ্ডদ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে জয়িরাজাদিগের গৃহপ্রত্যাগমন কালে উষ্ট্র, হস্তী প্রভৃতির পৃষ্ঠে রাখিয়া বাদিত হইত, কিন্তু এক্ষণে বিবাহাদিতেও ইহা বাজাইয়া থাকে।

---

জগঝম্প।

এই যন্ত্র বাহির্দ্বারিক। ইহা পূজা ও বিবাহ প্রভৃতি উপলক্ষে ব্যবহৃত হয়, পূর্ব্বে ইহা যুদ্ধযন্ত্র ছিল। ইহার চর্ম্মাচ্ছাদনী চর্ম্ম-রজ্জু বা ডুরিদ্বারা সম্বদ্ধ থাকে। ইহার কোষ মৃত্তিকা নির্ম্মিত। এই যন্ত্রকে গলায় এবং সম্মুখে রাখিয়া সচরাচর লোকেরা বাজাইয়া থাকে। এই যন্ত্র তাসা নামক একটী যন্ত্রের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়।

---

তাসা।

এই যন্ত্রটীও বাহির্দ্বারিক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ইহা জগঝম্প যন্ত্রের সঙ্গে বাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং যে যে উপলক্ষে জগঝম্প, সেই সেই উপলক্ষে এই যন্ত্রকে বাজান যায়। ইহার চর্ম্মাচ্ছাদনী কিঞ্চিৎ স্থূল অর্থাৎ মোটা। ইহার আয়তন অপেক্ষাকৃত বৃহৎ।

---

দামামা।

ইহার আর একটী নাম দগড়া। ইহা দেখিতে টিকারার ন্যায়, কিন্তু ইহার মুখ প্রশস্ততর, তাহা চর্ম্মাচ্ছাদনীদ্বারা আচ্ছন্ন। ইহার কোষও মৃত্তিকানির্ম্মিত। এই যন্ত্রও দুইটী দণ্ডদ্বারা বাদিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে এই যন্ত্র যুদ্ধযন্ত্র ছিল। এই যন্ত্রের সঙ্গেও টিকারা বাদিত হয়। কিন্তু এখন বহির্গমন প্রভৃতি উপলক্ষে ইহার ব্যবহার হয়।

---

## টিকারা।

এই যন্ত্র বাহির্দ্বারিক। ইহার এক মুখে চর্ম্মাচ্ছাদনী, ডুরি বা চর্ম্ম-রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ থাকে, অপর মুখ কোণাকৃতি। সেই মুখে চর্ম্মবেষ্টনদ্বারা উক্ত ডুরি বা চর্ম্মরজ্জু সকল আবদ্ধ থাকে। এই যন্ত্র মহানাগ্‌রার সহিত নৌবতে ভূমিতে রাখিয়া দুইটী দণ্ডদ্বারা বাদিত হয়, নাগ্‌রা যন্ত্রের ন্যায় বিবাহাদি উপলক্ষে হস্তী বা উষ্ট্রপৃষ্ঠে রাখিয়া উহাকে বাজান হইয়া থাকে। ইহার আকার মহানাগ্‌রার ন্যায় বৃহৎ। ইহার কোবণ্ড মৃত্তিকানির্ম্মিত।

---

## জোড় ঘাই।

এই যন্ত্রও বাহির্দ্বারিক। ইহা ঢোলের উপর একটী ক্ষুদ্র ঢোল যোজিত মাত্র। উভয়েই বাদিত হয়, ক্ষুদ্রতরে উচ্চস্বর এবং বৃহত্তরে নিম্নস্বর প্রকাশিত হইয়া থাকে। ইহা-দের দুই মুখ এবং দুই মুখই চর্ম্মাচ্ছাদনীদ্বারা আবৃত—চর্ম্মাচ্ছাদনী চর্ম্মরজ্জু ও ডুরিদ্বারা আবদ্ধ এবং তাহাতে কড়া যোজিত থাকে। এই যন্ত্র গলায় ঝুলাইয়া বামমুখে দণ্ডদ্বারা এবং দক্ষিণমুখে হস্তদ্বারা দামামা প্রভৃতি যন্ত্রের সঙ্গে বাদিত হয়। ইহার বাম মুখ অপেক্ষা দক্ষিণ মুখে উচ্চস্বর নিনাদিত হইয়া থাকে।

---

### খোয়দক।

এই যন্ত্র বাহির্দ্বারিক এবং দুইটী—বাম ও দক্ষিণ—বাম অপেক্ষা দক্ষিণের মুখ স্বল্পতর প্রশস্ত। ইহাদের মুখ একটী মাত্র এবং চর্ম্মাচ্ছাদনীদ্বারা আবৃত। বাম মুখের মধ্যস্থলে ক্ষীরণ লেপিত থাকে। দক্ষিণটীকে অধিক তীব্রস্বর করিবার নিমিত্ত রজ্জু যোজনার একটু বিশিষ্টতা আছে। ইহা কেবল রৌশনচৌকি বাদ্যের সহিত তাল দিবার জন্যে ব্যবহৃত হয়।

---

### ডমরু।

এই যন্ত্রটী গ্রাম্যযন্ত্র-শ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু অতিপূর্ব্বকালে দেবাদিদেব মহাদেবের অতি প্রিয়তম যন্ত্র ছিল। ইহা আকারে অতি ক্ষুদ্র দুই মুখেই চর্ম্মাচ্ছাদনীতে আবৃত। এই যন্ত্রের মধ্য ভাগ সঙ্কীর্ণ, সেই স্থান হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মধ্যস্থলে রাখিয়া নাড়িলে ইহার দুই দিকে যে দুইটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ দুইটী সীসক গুটিকা থাকে, চর্ম্মাচ্ছাদনীর উপর তাহাদের আঘাত লাগিলে এই যন্ত্রের বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই যন্ত্রকে সচরাচর লোকে ডুকডুকি বলে, সর্প ও বানর ব্যবসায়ীরা ইহার সমধিক ব্যবহার করিয়া থাকে। এই যন্ত্র প্রায় আসিয়াস্থ এবং আফ্রিকাস্থ প্রাচীন দেশ মাত্রেই এখনও সময়ে সময়ে দুই একটি দেখা যায়।

---

আনদ্ধ যন্ত্র।

প্রচলিত সমুদয় আনদ্ধ যন্ত্র বিবৃত হইল। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক যন্ত্র আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে সকল উপলক্ষাভাববশতঃ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; তাহাদের নামমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। পূর্ব্বে অন্যান্য প্রচীন দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও মানবমণ্ডলীর সঙ্গে দেবতা ও অপ্সরাঃ প্রভৃতির সংপ্রীত ছিল। যুদ্ধের জয়ের সময় আর তাহার সাহায্য অথবা অভিনন্দন করিবার জন্য নানাপ্রকার বাদ্য বাদন করা হইত, সেই সকল বাদ্যের মধ্যে দুন্দুভিই অধিক প্রশস্ত। পূর্ব্বকালে যুদ্ধ সময়ে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইত, কিন্তু এখন সে সকল যুদ্ধের কাল অতীত হইয়াছে, সুতরাং তাহাদের আর আবশ্যক হয় না। কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেই এখন অন্যান্য উপলক্ষে ও নামান্তরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অধুনাতন যে সকল আনদ্ধ যন্ত্র আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, সে সমুদয় ঈষৎ রূপান্তরভেদে আসিরিয়া ও মিসর প্রভৃতি দেশে ব্যবহৃত হইতেছে। আমাদের দেশের মৃদঙ্গ, ঢোলক ও খোল প্রভৃতির ন্যায় সিংহল দ্বীপের বেরি বা ভেরী মিসর দেশে ব্যবহৃত হয়। কেহ কেহ বলেন, এরূপ যন্ত্র আসিরিয়া দেশেও এককালে প্রচলিত ছিল। মিসর ও আসিরিয়াদেশীয় যন্ত্রে মৃদঙ্গের ন্যায় গুম্মের ব্যবহার ছিল। সকলেই স্বীকার করেন যে মৈসর ও আসিরীয়দের ন্যায় ইহুদীদেরও নানা প্রকার আনদ্ধ যন্ত্র প্রচলিত ছিল, কিন্তু তন্মধ্যে ডোফ্ই অধিক প্রসিদ্ধ। মৈসর ডোফ, আরবীয় দারা-বুখ্ ও আমাদের ডম্ফ

একই সামগ্রী। আমাদের ডক্ষের ন্যায় উক্ত ডোফ্ যন্ত্র কোন বাহির্ব্বারিক আনন্দ সমারোহ উপলক্ষে নারীগণ কর্তৃ-কই বাদিত হইত। বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায় সুপ্রসিদ্ধ মিরিয়াম্ ইহার সমধিক ব্যবহার করিতেন—কেরোয়ার সৈন্য-গণ যখন বিনষ্ট হয়, তখন তিনি অন্যান্য ইস্রাএল্ রমণীদিগের সহিত ইহা বাজাইতে বাজাইতে আনন্দ গান করিয়াছিলেন। জেপ্থারজুহিডা ইহা বাজাইয়া তাঁহার পিতাকে অভিনন্দন করিয়াছিলেন।

সকল দেশেই আনদ্ধ যন্ত্রের সৃষ্টি যে কোন্ সময়ে হইয়া-ছিল তাহা কেহই স্থির করিয়া বলিতে পারেন না। পৃথিবীর মধ্যে এখনও এমন অনেক অসভ্য জাতি আছে, যাহাদিগের নিকট কোনরূপ সঙ্গীত যন্ত্রই পরিচিত নাই। যদি তাহা-দের কখন কখন কণ্ঠসঙ্গীতের সঙ্গে তাল দিবার জন্য কোন সামগ্রীর সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে করতালি বা কোন দুই কাষ্ঠ খণ্ডের পরস্পর আঘাতে সে কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। আবার অধুনাতন এমন অনেকগুলি অসভ্য জাতি আছে, যাহারা ঢোলক ইত্যাদি আনদ্ধ যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে।

---

ঘন-যন্ত্র।

সপ্তশরাব, মন্দিরা, খট্তালী (খট্তাল্), করতালী, রাম-করতালী, ঘণ্টা, কাঁসর, ঘড়ি, ঝাঁজর (Gaung), ঘুণ্টিকা (ঘুমুর), নূপুর।

ইহারাও পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র সকলের ন্যায় বিভিন্ন উপলক্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে—ইহারাও সভ্য, গ্রাম্য প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহারা প্রায় সকলই কোন ধাতব পদার্থে নির্ম্মিত। সময়ে সময়ে কাচ স্থিতিস্থাপকগুণোপেত ও স্বরোদ্গমনোপযোগী বলিয়া ইহাদের মধ্যে কোন কোনটী কাচেরও হইয়া থাকে। ইহারা যে কোন্ সময়ে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, তবে এটা অবশ্যই স্বীকর্ত্তব্য যে ধাতুর আবিক্রিয়ার পরই ইহারা ব্যবহৃত হইয়া থাকিবে। সভ্যতার ইতিহাস পাঠে অবগত হওয়া যায়, সমুদায় ধাতুর অগ্রে লৌহের আবিষ্কার হয়। সুতরাং প্রথমতঃ যে সকল ঘন-যন্ত্র নির্ম্মিত হয়, তাহারা লৌহেরই হইয়া থাকে। সেইজন্য এই সমুদয় যন্ত্রের সাধারণ নাম ঘন অর্থাৎ লৌহ। পরে অন্যান্য ধাতুর আবিক্রিয়ার পর যখন লোকে যে সকল ধাতুকে উপযোগী দেখিল, সেই সকল দ্বারা এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। ইহাদের মধ্যে প্রায় সমুদয়ই মাঙ্গল্য ক্রিয়ার জন্য ও অন্যান্য উপলক্ষে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কেবল মন্দিরা, খট্তালী ও করতালী এই কয়টী অনুগতসিদ্ধ। সপ্তশরাব ইহাদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও ত্রিতন্ত্রী প্রভৃতির ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ যন্ত্র। এই শ্রেণীস্থ অনেক গুলি পরস্পর আঘাতে বা কোন যষ্টির অথবা মুদ্গরের আঘাতে বাদিত হইয়া থাকে। যাহা হউক, এক্ষণে সকলই ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হইতেছে।

---

## ঝল্লা বা ঝাঁজর।

এই যন্ত্র বোধ হয় সমুদয় ঘন যন্ত্রের আদি হইবে। কারণ এই যন্ত্রই প্রথমে লৌহের হইত, এখনও এরূপ লৌহ নির্ম্মিত যন্ত্র অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। আরও, যখন এই যন্ত্রের অন্য কোন বিশেষ নাম নাই, কেবল ইহাদ্বারা যে শব্দ নিনাদিত হয়, সেই শব্দেই ইহার নাম হইয়াছে, তখন ইহা যে প্রাচীনতম, তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। কারণ, অতি পূর্ব্বকালে যখন ভাষার তত পরিপুষ্টি হয় নাই এবং সেইজন্য প্রত্যেক পদার্থের পৃথক্ পৃথক্ নাম হওয়া অসম্ভব ছিল, সেই সময় এইরূপ যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। যেহেতু 'ঝল্লার' এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে, যে যন্ত্র 'ঝল্লা' ইত্যাকার শব্দ করিয়া থাকে। * ইহাকে চলিত কথায় ঝাঁজর বলে। ইহার আকার বৃহৎ গোলাকার ও সমতল এবং মধ্যভাগ ঈষৎ ন্যুব্জ, সেইখানেই আঘাত করা হয়। পূর্ব্বকালে দূরাহ্বানের জন্য অথবা কোন সংবাদ জ্ঞাপনের নিমিত্ত রাজারা ব্যবহার করিতেন। এখন মঙ্গল কার্য্যের জন্যই অধিক ব্যবহৃত হয়। ইহাকে ইংরাজেরা ঘঙ্ বলে। আশ্চর্য্যের বিষয় পৃথিবীর প্রায় সমুদয় দেশে এই যন্ত্র ঘঙ্ নামে প্রসিদ্ধ।

---

## সপ্ত-শরাব।

ইহা আমাদের দেশের অতি পুরাতন যন্ত্র। ইউরোপীয় হার্ম্মণিকা যন্ত্রের সদৃশ। পূর্ব্বে সাতখানি শরাবকে যথোচিত-

* ঝল্লা ইতি রাতি শব্দং তৎ।

ভাবে জলপূর্ণ করিয়া বাজান হইত। এইগুলি পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ মূল সপ্তস্বরানুমতে গণিত হইয়াছিল। অধুনাতন সময়েও ঐরূপ যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। এখন অধিক সংখ্যায়ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রই নানা দেশে নানা প্রকারের দৃষ্ট হয়।—ইউরোপে কাচে, চীনদেশে ও ব্রহ্ম দেশে স্থিতিস্থাপকগুণোপেত কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই শেষোক্তদিগের আকার অনেকটা নৌকার ন্যায়। এরূপ যন্ত্র কাংস্য প্রভৃতি নানা প্রকার ধাতুরও হইতে পারে। এ যন্ত্র আসিয়ার অন্যান্য দেশেও দৃষ্ট হয়।

গ্রাম্য যন্ত্র।—ষট্‌তালী, করতালী প্রভৃতি যন্ত্র সকলের চলিত সংজ্ঞা খট্‌তালী।

---

### নূপুর।

ইহা একটী অলঙ্কার স্বরূপ। ইহা পায়ে পরিধান করিয়া তালে তালে বাদিত হইয়া থাকে। নৃত্যের সময়েই ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

---

### ঘড়ি।

এই যন্ত্র পূর্ব্বে লৌহের হইত, অধুনা কাংস্যের হইয়া থাকে। ইহার আকার গোল ও সমতল। দূরাহ্বান, সংবাদ সূচনা ও সময় নিরূপণের জন্য পূজার সময়, মাঙ্গল্য ক্রিয়া, ও রাজাদিগের সমারোহে বহির্গমন প্রভৃতি উপলক্ষে ইহার

ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। মুদ্গরদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সাধিত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে প্রাচীন রাজবংশীয়-দের গৃহে বালির অথবা জলের ঘড়ি আছে। পূর্ব্বকালে যখন অধুনাতন কলের ঘড়ি নির্ম্মিত হইত না, তখন কালনিরূপণের জন্য কোন এক নির্দ্দিষ্ট আয়তনের বাটীতে বালুকা অথবা জল পূর্ণ করিয়া তাহার তলদেশে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র করিয়া রাখা হইত; সেই ছিদ্র দিয়া উক্ত জল বা বালুকারাশি সমুদয় নিপতিত হইতে যত সময় লাগিত, সেই পরিমিত সময়ের নাম এক দণ্ড এবং সেইটী সূচনার জন্য ঘড়িতে এক মুদ্গরা-ঘাত করা হইত সেই জন্য এক দণ্ডকে এক ঘটিকাও বলিয়া থাকে। এখনো কোন কোন ধনীর বহির্দ্বারে এই রূপ জল-ঘড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। হিন্দু ব্যতীত অপরাপর জাতিরা এই যন্ত্রকে মাঙ্গল্য যন্ত্রের মধ্যে ধরে না, কেবল সময় নিরূপণের জন্যই ব্যবহার করিয়া থাকে।

---

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

## ঐকতান-বাদন।

### হিন্দু ঐকতান-বাদন।

কতকগুলি ভিন্নজাতীয় যন্ত্র বিভিন্ন গ্রামের স্বরসংযোগে এককালে বাজানকে ঐকতান-বাদন কহে। আমাদের দেশে "আখ্‌ড়াই বাদ্য" "নৌবত্" * ও "রোসন-চৌকী" প্রভৃতি অনেক প্রকার বাদ্য প্রচলিত আছে, কিন্তু বিভিন্ন গ্রামের যুগপৎ স্বরসংযোগ না থাকায়, তত্তাবৎ ঐকতান-বাদন মধ্যে সম্যক্‌রূপে পরিগণিত হইতে পারে না। যাবনিক নৌবত্ এবং রোসন-চৌকীর বাদ্য সময়বিশেষে দূর হইতে শ্রবণ মধুর বটে, কিন্তু তাহা প্রায় এক স্বরগ্রামেই বাদিত হইয়া থাকে।

প্রাচীন কালে যদিও ভারতবর্ষে অধুনাতনের ন্যায় ঐকতান-বাদন ছিল না বটে, কিন্তু বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে এক প্রকার অবগত হওয়া যায়, তখন হিন্দু-ঐকতান-বাদন অসম্পূর্ণাবস্থায় ছিল। শাস্ত্রে লিখিত আছে, দেবাদিদেব মহাদেব চারি হস্তে রুদ্রবীণা, ডমরু প্রভৃতি কয়েকটি যন্ত্র যুগপৎ বাজাইতেন, সুতরাং তাহাকে এক প্রকার ঐক-

* ফরা, হালি, ও বাহারি আজম্ তোয়ারেখ ও পারস্য জোগদ গ্রন্থে লিখিত আছে, সেকেন্দার ( Alexauder ) বাদসাহ "নৌবত" সৃষ্টি করেন।

তান-বাদন বলা অসঙ্গত বোধ হয় না। রামায়ণে রামরাবণের যুদ্ধ, মহাভারতে কুরুপাণ্ডবের সংগ্রাম এবং অপরাপর পুরাণ ও উপপুরাণে দেবাসুর প্রভৃতির যে সকল যুদ্ধ বর্ণিত আছে, তাহাতে বিবিধজাতীয় যুদ্ধযন্ত্র এককালে বাদিত হইত; সুতরাং তাহাকেও এক প্রকার ঐকতান-বাদন বলিয়া অভিহিত করা অযুক্ত নহে।

ঐকতান-বাদন বাহির্দ্বারিক ও আভ্যন্তরিক। অনাবৃত স্থানে বাজাইতে হইলে বৃহদাকার-যন্ত্রবহির্ভূত উচ্চ স্বর-সংযোগের আবশ্যকতা হয়, তাহা না হইলে 'ফাঁক্' শোনায়। গৃহাভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্র অর্থাৎ বংশী, বীণা, বেহালা, এস্‌রার প্রভৃতির যোগে বাজান কর্ত্তব্য, তাহা হইলেই সুমিষ্ট লাগে। বাহির্দ্বারিক ঐকতান গৃহাভ্যন্তরে বাদিত হইলে অত্যন্ত শ্রুতিকঠোর হইয়া উঠে। বস্তুতঃ সঙ্গীত মাত্রেরই প্রধান উদ্দেশ্য মধুরতা।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে উল্লিখিত দুই প্রকার ঐকতান-বাদনই স্থূলরূপে ছিল। সময়ে সময়ে বিবিধজাতীয় যুদ্ধযন্ত্র সমুদয়ের যুগপৎ বাদনক্রিয়া কিম্বা উৎসবাদি উপলক্ষে অপরাপর যন্ত্র সকলের এক সাময়িক বাদ্যকে বাহির্দ্বারিক ঐকতান-বাদন বলা যাইতে পারে এবং রাজাদিগের ভবন মধ্যস্থ ক্ষুদ্রজাতীয় ভিন্নপ্রকার যন্ত্রসমূহের যুগপৎ বাদ্যকে আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদন বলিয়া অভিহিত করা যায়। বিরাট পর্ব্বের বিরাটরাজদুহিতা উত্তরার সঙ্গীতশালা আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদনের অন্যতর দৃষ্টান্ত স্থল।

ভারতবর্ষীয় প্রাচীন বাহির্দ্বারিক ও আভ্যন্তরিক ঐকতান বাদন দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে;—সভ্য ঐকতান এবং গ্রাম্য ঐকতান। রাজাদিগের সমরসংঘটনকালীন যুদ্ধযন্ত্রসমূহের বাদ্য এবং উত্তরার সংগীতশালার গার্হস্থ্যযন্ত্রনিচয়ের বাদ্যকে ক্রমান্বয়ে সভ্য বাহির্দ্বারিক ও সভ্য আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদন বলা যায়। এবং গ্রাম্য বিবাহাদি উপলক্ষে নানাজাতীয় যন্ত্রসমূহের বাদ্য এবং বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার ধর্ম্মাবলম্বিগণের দেবালয়ে খোল, শৃঙ্গ, করতালাদির এককালীন বাদ্যকে ক্রমান্বয়ে গ্রাম্য বাহির্দ্বারিক এবং গ্রাম্য আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদন কহে। অধিকন্তু বৈষ্ণবদিগের এককালীন যন্ত্র সমুদয়ের বাদনকে গ্রাম্য বাহির্দ্বারিক ও গ্রাম্য আভ্যন্তরিক ঐকতান-বাদন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।—নিরাজন-কীর্ত্তন এবং নগর-কীর্ত্তন তাহার দৃষ্টান্তস্থল।

প্রাচীন হিন্দুদিগের ঐকতানবাদন সম্বন্ধে মিং প্রিন্সেপ্ সাহেবও কতক অবগত ছিলেন। তিনি বলেন, "হিন্দুদিগের প্রাতরৈকতান-বাদন ( Morning Concert ) সারিন্দা, চৌতারা, শরৎ, দারা প্রভৃতি কতিপয় ততযন্ত্রের সংযোগে বাদিত হইত।

যে সময় হইতে মুসলমানেরা ভারতবর্ষ শাসন করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় হইতেই ভারতবর্ষের প্রাচীন সঙ্গীত-শাস্ত্রীয় চর্চ্চা ক্রমে বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ হয়। যদিও তাঁহারা হিন্দুসঙ্গীত শাস্ত্রের বিরুদ্ধে হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন,

তথাপি উক্ত সঙ্গীতশাস্ত্রের সাহায্যাবলম্বনে বাহির্দ্বারিক ও আভ্যন্তরিক দুইপ্রকার ঐকতান-বাদনেরই ঔৎকর্ষসাধনে যত্নবান্ ছিলেন। মুসলমান্ রাজাদের সময়ে ঐকতান সম্বন্ধীয় অধিকাংশ যন্ত্র হিন্দুদিগের এবং অল্পাংশ যন্ত্র আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশবাসীদিগের নিকট হইতে লইয়া নূতনরূপ ঐকতান-বাদনের সৃষ্টি হইয়াছিল। নিম্নে তাহা বিবৃত করা হইতেছে;—

এচ্, ব্লচ্ম্যান্ সাহেব ( H. Blochmann ) বলেন, আইন আকবরী গ্রন্থে লেখা আছে যে, সম্রাট্ আক্‌বরের নাকারাখানা ( Naqqarahkhanah ) অর্থাৎ নাগারাশালায় ঐকতান-বাদনের জন্য নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হইত।* যথা ;—

১। কুবর্গা ( Kuwargah ), ইহার সাধারণ নাম দামামা ( Damamah ). এই যন্ত্র অন্যূন আঠার যোড়া থাকিত এবং ইহার ধ্বনি অত্যন্ত গভীর।

২। চল্লিশটি নাকারা ( Naqqahrah ) অর্থাৎ নাগারা।

৩। চারিটি ডুহল ( Duhul ).

৪। অন্যূন চারিটি করণা ( Karana or Karrana ), এই যন্ত্র স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল বা অন্য কোন ধাতব পদার্থে নির্ম্মিত।

৫। ভারতবর্ষীয় এবং পারস্যদেশীয় সর্ণা ( Surna ), এই যন্ত্র নয়টি একত্রে বাদিত হইত।

৬। ভারতবর্ষীয়, পারস্যদেশীয় এবং ইউরোপীয় নাফির ( Nafir ) যন্ত্র।

* Ain-i-Akbari. Vol. I. Ain 9.

৭। গোশৃঙ্গাকৃতি পিত্তলের শিং (Sing) অর্থাৎ শৃঙ্গ যন্ত্র।

৮। তিন যোড়া সাঁজ (Sanj) অর্থাৎ বৃহৎ করতাল।

পূর্ব্বে রজনী আগমনের চারি ঘড়ির (ঘটিকার) পূর্ব্বে ঐকতান বাদিত হইত এবং প্রভাত হইবার চারি ঘড়ির পূর্ব্বেও সেইরূপ বাজিত। কিন্তু আক্‌বরের সময়ে সেরূপ না হইয়া দ্বিপ্রহর রাত্রিতে প্রথমবার এবং প্রাতঃকালে দ্বিতীয় বার বাদিত হইত।

সূর্য্যোদয়ের এক ঘড়ি পূর্ব্বে বাদকেরা সর্ণা বাজাইয়া নিদ্রিত ব্যক্তিদিগকে জাগাইত এবং ভানূদয়ের এক ঘড়ি পরে তাহারা নাগারা যন্ত্র ব্যতীত কুবর্গা, করণা, নাফির এবং অপরাপর যন্ত্রসংযোগে মঙ্গলাচরণিক ঐকতান বাদন করিত। তদনন্তর কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া পুনর্ব্বার সর্ণা বাজাইত। এক ঘন্টার পর নাগারা বাদ্য আরম্ভ হইত, এবং সেই সঙ্গে বাদসাহের মঙ্গলসূচক অন্যান্য সমুদয় যন্ত্রগুলি বাদিত হইত। আক্‌বর শাহের সময় ঐকতান বাদন মুর্সালি, ইখ্‌লাতি, খোয়ারিজ্‌মাইত প্রভৃতি সাত প্রকারের ছিল। আক্‌বর শাহ অত্যন্ত সঙ্গীত-প্রিয় ছিলেন, বিশেষতঃ উল্লিখিত ঐকতান বাদনে তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ দৃষ্ট হইত। তিনি স্বয়ং ঐকতান-বাদনের উন্নতির জন্য খোয়ারিজ্‌মাইত সুরে দুই শতাধিক গৎ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আক্‌বর শাহের নিকট অনেক ভাল ভাল সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি পরাজয় স্বীকার করিতেন, বিশেষতঃ নাগারা বাদনক্রিয়ায় তিনি সাতিশয় বিচক্ষণ ছিলেন।

এক্ষণে আমাদের অধুনাতন আভ্যন্তরিক ঐকতান বাদন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক।

আমাদের আভ্যন্তরিক ঐকতানে যে কি কি যন্ত্র দিলে সুশ্রাব্য হয়, তাহার এ পর্য্যন্ত বিশেষ স্থিরীকরণ হয় নাই; যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা, তিনি সেইরূপ যন্ত্রই ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহার কারণ, আমাদের অধুনাতন আভ্যন্তরিক ঐকতান প্রণালীটির এক্ষণে তরুণাবস্থা। যাহা হউক, সংগীত-প্রিয় দেশীয়গণের ক্রমিক উৎসাহ ও অধ্যবসায়শীলতা থাকিলে আর কিছুকাল পরে ইহার আত্যন্তিক উন্নতি হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

এ দেশীয় অধুনাতন ঐকতান-বাদন-প্রণালী মদীয় পূজ্য-পাদ অগ্রজ রাজশ্রীযতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের যত্নে আমার পূজনীয় সংগীতগুরু অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা প্রথমে সৃষ্ট হয়। উক্ত সঙ্গীত-পারদর্শী গোস্বামী মহাশয় কতকগুলি ঐকতানিক গৎ প্রস্তুত করিয়া "ঐকতানিক স্বরলিপি" নামে একখানি সঙ্গীতগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এদেশীয় অধুনাতন ঐকতান-বাদনসম্বন্ধে ঐ গ্রন্থখানি যে আদি এবং ঐকতান-বাদকমণ্ডলীর পথদর্শক, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। প্রায় ১৮ বৎসর অতীত হইল, পাইকপাড়ার সুবিখ্যাত রাজা ৺প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুরের "বেল্‌গেছিয়া ভিলা" নামক উদ্যানে রত্নাবলী নাটকের অভিনয়কালে এই ঐকতান একবার বাদিত হয়। একদা বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব লেপ্টেনেণ্ট্ গবর্ণর হালিডে

বাহাদুর উক্ত নাটকের অভিনয় দর্শনার্থ আসিয়া উল্লিখিত ঐকতানের লিপিবদ্ধ গৎগুলির বাদন শুনিয়া সবিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমাদের দেশীয় ঐকতানে এক্ষণে টিনর্, ফ্লুট্, ভায়লিন্‌-সিলো, ক্লারিওনেট্, ডবল্‌বাস, পিয়ানো, হার্‌মণিয়ম্ প্রভৃতি যন্ত্রগুলি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া কেবল দেশীয় যন্ত্রের দ্বারা ঐকতান প্রস্তুত করিলে অধিকতর ভাল হইতে পারে। ইউরোপীয়েরা যেমন তাঁহাদিগের ঐকতানে আমাদিগের কোন যন্ত্র ব্যবহার করেন না, সেইরূপ তাঁহাদের যন্ত্র লইয়া আমাদেরও ঐকতানের অঙ্গপুষ্টির কিছু আবশ্যকতা নাই—এ দেশের যন্ত্রেই এ দেশীয় সুন্দর ঐকতানের সৃষ্টি হইতে পারে। তজ্জন্য আমরা আমাদের নিজের ঐকতানে নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি ব্যবহার করি। যথা ;—

১। { এক যোড়া তারস্বরী এস্‌রার্।<br>এক যোড়া মধ্যস্বরী এস্‌রার্।

২। { একটি তারস্বরা কর্ম্চা।<br>একটি মধ্যস্বরা কর্ম্চা।

৩। { একটি তারস্বরা কচ্ছপী বীণা ( কছুয়া সেতার )<br>একটি মধ্যস্বরা কচ্ছপী বীণা ( ঐ )

৪। { একটি তারস্বরা বংশী।<br>একটি মধ্যস্বরা বংশী।

৫। { একটি তারস্বরী শরৎ।<br>একটি মধ্যস্বরী শরৎ।

৬। { একটি তারস্বরী রবাব।
একটি মধ্যস্বরী রবাব।

৭। { একটি তারস্বরা সারঙ্গী।
একটি মধ্যস্বরা সারঙ্গী।

৮। এক যোড়া খাদস্বরী নাদেশ্বর যন্ত্র।

৯। একটি তান্‌পূরা।

১০। একটি মৃদঙ্গ।

১১। এক যোড়া খরতালী।

১২। এক যোড়া মন্দিরা।

১৩। একপ্রস্থ সপ্তশরাব।

১৪। একটি মোচঙ্গ।

১৫। একটি কলম।

---

আসিরীয় ঐকতান-বাদন।

আসিরীয় এবং বাবিলীয় জাতিদিগের দ্বারা দেবপূজা এবং মঙ্গলকার্য্যে বিশেষরূপে সঙ্গীত ব্যবহৃত হইত। তত্তদ্দেশীয় খোদিত প্রতিমূর্ত্তি এবং রাজা নেবুকাড্‌নেজার (Nebuchadnezzar) কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণ নির্ম্মিত বেল (Baal) দেবতার নিকট সসঙ্গীত অর্চ্চনাদির অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় ;—

"তখন একজন রাজদূত উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, হে মানবগণ! যখন তোমরা বংশী প্রভৃতি শুষির যন্ত্রের, বীণা প্রভৃতি তত যন্ত্রের, ঢক্কা প্রভৃতি আনদ্ধ যন্ত্রের, এবং ঘণ্টা প্রভৃতি ঘন

যন্ত্রের বাদ্য শ্রবণ করিবে, তখন মহারাজ নেবুকাড্‌নেজারের প্রতিষ্ঠিত স্বর্ণমূর্ত্তি বেল দেবতার নিকট সকলে প্রণত হইবে।”

( Dan. iii. 4, 5. )

উপরি উক্ত দেশদ্বয়ের রাজারা আমোদের জন্য রাজসভাতেও সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেন। যখন তখন গীতবাদ্যাদি না করিয়া, প্রত্যহ দিবাকাল কিম্বা অন্য কোন নির্দ্ধারিত সময়ে তাঁহাদের সঙ্গীতালাপ হইত। কারণ, জানা গিয়াছে যে, মিদ্‌বংশীয় রাজা দরায়ুস্ ( Darius the mead ) যৎকালে ভবিষ্যদ্বক্তা দানিয়েল্ ( Daniel )কে সিংহ-গহ্বরে নিক্ষেপ করিয়া রাজপ্রাসাদে গমন করেন, তখন তিনি অনাহারে এবং ঐকতান-বাদনাদি শ্রবণ না করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। ( Dan. vi. 18 ) ; ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, সন্ধ্যার সময়ে তাঁহার নিকট ঐকতানিক যন্ত্র সকল বাদিত হইত।

---

## য়িহুদীয় ঐকতান-বাদন।

আসিরীয় এবং বাবিলীয়দিগের ন্যায় জেরুসালম রাজসভাতেও ঐকতানিক সঙ্গীত হইত। অপরাপর রাজাদের অপেক্ষা দায়ুদ্ ( David ) এবং সলমন্ ( Solomon ) ভূপালদ্বয়ের সময়ে ইহা সবিশেষ প্রচলিত ছিল। তাঁহাদের উভয়ের মন্দিরস্থ ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় বহু সংখ্যক বাদক ও গায়ক ব্যতীত রাজকীয় গুপ্ত ঐকতান ( Royal Private Concert ) ছিল। ( 2 Sam. xix. 35. )

দায়ুদ্-পুত্র সলমন্ পার্থিবভোগবিলাসিতার অসারতা ও

অস্থায়িতাসম্বন্ধে তদীয় গুপ্ত ঐকতানের ( Private Orchestra ) উল্লেখ করিয়াছিলেন ;—তিনি মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন যে, " আমি নানাপ্রকার সঙ্গীত যন্ত্রের ন্যায় পুংগায়ক, স্ত্রীগায়িকা এবং উৎকৃষ্ট যন্ত্রব্যবসায়ীদিগের দ্বারা নানা- প্রকার আনন্দ পাইয়াছিলাম। "( Eccles. ii. 8 )

---

পারস্য ঐকতান-বাদন।

অধুনা পারস্যদেশে হার্প ( Harp ) যন্ত্র কচিৎ দেখা যায় বটে, কিন্তু প্রাচীনকালে ইহা ঐকতানিক যন্ত্র সমূহের মধ্যে একটি উচ্চদরের যন্ত্র ছিল। স্যার রবার্ট কার্‌পোর্টার্ ( Sir Robert Ker Porter ) কার্‌মান্‌শা ( Kermansha ) নগরীর নিকটস্থ তক্তিবোস্তাঁ ( Tackt-i-Bostan ) পর্ব্বতে এতৎসম্বন্ধীয় কতকগুলি প্রাচীন খোদিত মূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। এইরূপ কথিত আছে, ছয়শত খৃষ্টাব্দের শেষে পারস্যদেশীয় রাজা খস্‌রু পুর্‌ভিজ ( Khosroo Purviz ) সেইগুলি স্থাপন করিয়াছিলেন। উল্লিখিত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে কয়েকটি মূর্ত্তি দুইটি উন্নত খিলানে সজ্জিত ছিল। আসিরীয়দিগের খোদিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় আর কতকগুলি স্ত্রীলোক নৌকারোহণে হার্প যন্ত্র বাজাইতেছে। বন্টিং (Bunting) সাহেবও পারস্যদেশীয় বীণৈকতান বাদন ( Harp-concert ) সম্বন্ধে অনেক বলিয়াছেন।

Bunting's Historical and Critical Dissertation on the Harps in his " General Collection of the Ancient Music of Ireland. "

উপরে কথিত হইল, খৃষ্ট ছয় শতাব্দীতে পারস্য দেশে ঐকতান প্রচলিত ছিল। অপিচ আর একটি খোদিত মূর্ত্তি ব্যাগপাইপ বাজাইতেছে, ইহাও ঐ সকল উপরিউক্ত প্রতি-মূর্ত্তির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষীয় প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে ব্যাগ্-পাইপের নাগবন্ধ যন্ত্র বলিয়া উল্লেখ আছে। আসিরীয়, হিব্রু, রোমক এবং গ্রীক্ জাতিরাও এই যন্ত্র অবগত ছিল, কিন্তু প্রাচীন মৈসরদের মধ্যে ইহা ছিল কি না, তাহা এপর্য্যন্ত জানা যায় নাই।

---

### মৈসর ঐকতান-বাদন।

হিরোদতস্ ( Herodotus ) প্লেতো ( Plato ) দায়োদরস্ ( Diodorus ) সিকুলাস্ ( Siculus ) এবং স্ত্রাবো ( Strabo ) ইহাঁরা সকলেই মিসর দেশ দর্শন করেন এবং তথাকার ঐকতান সম্বন্ধে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিয়া যান। হিরোদতস্ এবং স্ত্রাবোর মিসর দর্শনের প্রায় ৫০০ শত বৎসরের মধ্যে তথায় ধর্ম্ম-সঙ্গীত এবং বিলাস-সঙ্গীত প্রচলিত ছিল।

হিরোদতস্ (জন্ম বৎসর ৪৮৪ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ ) বলেন যে, মিসরীয়দিগের দেবোদ্দেশে বাৎসরিক পর্ব্বাহসমূহের মধ্যে বুবস্তিস্ ( Bubastis ) নগরে দায়ানা ( Diana ) দেবীর পূজার্থ মেলা হইত। ঐ মেলাতে পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা নৌকারোহণ করিয়া জলপথে ভ্রমণ করিত এবং সেই সময়ে কতকগুলি পুরুষ বংশী এবং কতকগুলি রমণী ক্ষুদ্র ঢক্কা যুগপৎ বাজাইত।

অবশিষ্ট পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা করতালি দিয়া আনন্দসূচক-ভাবভঙ্গি প্রকাশ করিত।

অধিকন্তু প্রাচীন মিসরীয়েরা হার্প, তাম্বুরা, ফ্লুট প্রভৃতি যন্ত্রসংযোগে ঐকতান-বাদন অবগত ছিল। এতৎসম্বন্ধীয় একটি খোদিত দৃশ্য বার্লিন ( Berlin ) এবং লিডেন ( Lyden ) নগরের চিত্রশালায় আছে। লেপসিয়স্ ( Lepsius ) সাহেব বলেন, প্রাচীন মিসরীয়েরা শুদ্ধ কতকগুলি বংশী দ্বারাও ঐকতান বাদন করিত। ( Lepsius's Egyptian Antiquities ) বংশী-ঐকতানের একটি খোদিত দৃশ্য গিজের পিরামিডের তলস্থিত সমাধির মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। লেপ্সিয়সের মতে উহা খৃষ্টাব্দের ২০০০ বৎসরেরও পূর্ব্বের হইবে।

---

সমাপ্ত।

# পরিশিষ্ট।

ভারতবর্ষের যে সকল তত, শুষির, আনদ্ধ ও ঘন-যন্ত্রের প্রচলন দৃষ্ট হয়, তৎসমুদয় যন্ত্রকোষের মূল মধ্যে সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় লুপ্ত, প্রাচীন ও কতকগুলি প্রচলিত যন্ত্রের এবং পৃথিবীস্থ অপরাপর দেশের বাদ্য-যন্ত্র সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ যতদূর দৃঢ়তর অনুসন্ধানদ্বারা পাওয়া গিয়াছে, তাহাই পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত করা যাইতেছে।

( আভিধানিক বর্ণানুসারে লিখিত। )

অ

অংক্লুঙ্ ( ANGKLUNG, a wind instrument of Javanese, ) এক প্রকার গ্রাম্য শুষির যন্ত্র এবং ইহা কতকগুলি বংশনলে নির্ম্মিত। যাবা দ্বীপের পশ্চিমস্থ পার্ব্বতীয় জাতীরা এই যন্ত্র ব্যবহার করে। উক্ত দ্বীপ বাসিগণের যাবতীয় বাদ্য-যন্ত্রের মধ্যে এই যন্ত্রটি অধিক পুরাতন।

অক্টাকর্ড্ বা অক্টাকর্ডি ( OCTACHORD or OCTACHORDE, an instrument of music composed of eight sounds ) অষ্টস্বরসমন্বিত বাদ্য-যন্ত্রবিশেষ।

অক্টাকর্ডম্ ( OCTACHORDUM, the Pythagorian lyre ) পিথাগোরীয় বীণা যন্ত্র।

অক্টেভ্ ফ্লুট্ ( OCTAVE FLUTE, a small wind instrument ) একপ্রকার ক্ষুদ্র শুষির যন্ত্র। ইহা মধ্য-সপ্তকে না বাজিয়া উচ্চ-সপ্তকে বাদিত হয়। ইহাকে ফ্লুট্ আ বেক্ ( Flute a bec )ও বলে।

অক্সফিয়র্ণ ( OXPHEORN, a stringed instrument ) একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহার অবয়ব পাণ্ডোরার ( Pandora ) ন্যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র।

অগদ ( AGADA, an Egyptian and Abyssinian wind instrument ) মৈসর এবং আবিসিনীয় জাতিদের বংশীজাতীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

অগাধপল ( AUGADHAPALA, an ancient Hindoo instrument of percussion ) হিন্দুদিগের প্রাচীন আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ।

অজকাক্সলি ( AJACAXTLI, a Mexican ancient musical instrument ) মেক্সিকোদেশীয় প্রাচীন নর্ত্তকেরা এই যন্ত্র ব্যবহার করিত। ইহার আকার প্রভৃতি প্রায় শিশুদিগের ঝুনঝুনীর ন্যায়।

অঞ্জিলিক্ ( ANGELIQUE, a stringed instrument ) এক প্রকার ততযন্ত্র। কচ্ ( Koch ) সাহেবের মতে প্রাচীন কালে ইংলণ্ড দেশে এই যন্ত্র সচরাচর দৃষ্ট হইত।

অপল্লন ( APOLLON, a stringed instrument set with

twenty strings ) ল্যুটজাতীয় ততযন্ত্র বিশেষ এবং ইহাতে কুড়িটি তার যোজিত থাকে। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে এম্ প্রম্প্ট্ সাহেব ( M. Prompt ) এই যন্ত্রের আবিষ্কার করেন।

অপল্লনিয়ন্ ( APOLLONION ) জে, এচ্. ভলার সাহেবের ( J. H. Voller ) মতে একটি প্রসিদ্ধ বাদ্য যন্ত্র।

অফেন্ ফ্লোট্ ( OFEN FLOTE, a wind instrument ) একটি শুষির যন্ত্র।

অমতি ( AMATI, a stringed instrument of violin kinds ) একপ্রকার ততযন্ত্র। অমতি ( Amati ) নামক এক জন বাহুলীনযন্ত্রনির্ম্মাতা আপনার নামে এই যন্ত্রটি সৃষ্টি করেন। ইহার অবয়ব ভায়োলিন্ বা ভায়োলিন্‌সেলোর ন্যায়।

অমৃত ( OMRITO, a very ancient musical instrument of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একটি অতি প্রাচীন বাদ্য যন্ত্র। ( see রবণ )

অর্গ্যান্ ( ORGAN, a remarkable and well esteemed musical instrument generally used in churches ) একটি সুবিখ্যাত এবং অত্যন্ত আদৃত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইহা সচরাচর ধর্ম্ম মন্দিরাদিতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

অর্গ্যানেটো ( ORGANETTO ) }
অর্গ্যানো ( ORGANO ) } ছোট অর্গ্যানকে কহে।

অর্কেষ্ট্রিয়ন্ ( ORCHESTRION ) ড্রেস্‌ডেন্ নগরবাসী এফ্, এফ, কফ্‌মান্ ( F. F. Kaufman ) সাহেবের নির্ম্মিত একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। এই যন্ত্রে উগ্র এবং মৃদু স্বর উভয়ই উদ্গত হয়। বিশেষতঃ এই যন্ত্রের আর একটি গুণ এই যে, পূর্ণ ঐকতানের ( Full concert ) ধ্বনি সমষ্টি ইহার দ্বারা অনুকৃত হইতে পারে।

অর্ফি অরিয়ন্ ( ORPHEOREON, a stringed instrument ) ধাতুনির্ম্মিত অষ্টতারবিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ।

অর্ফিকা ( ORPHICA, a small and ancient clavier stringed instrument ) কুঞ্জিকাযুক্ত একটি ক্ষুদ্র প্রাচীন ততযন্ত্র। বালকেরা ক্রীড়াকালে এই যন্ত্র ব্যবহার করিত।

অর্ফিয়ন্ ( ORPHEON, a stringed instrument ) একপ্রকার ততযন্ত্র।

অলস্ ( AULOS, an ancient flute ) একটি প্রাচীন শুষির যন্ত্র।

অল্‌টজীজ ( ALT GEIGE ) মধ্যস্বরী বাহুলীন যন্ত্র।

অল্‌ট ফ্লুট ( ALT FLUTE ) মধ্যস্বরী শুষির যন্ত্র।

অল্‌টম্বর ( ALTAMBOR, a drum ) স্পানিয়ার্ড জাতির ঢক্কার ন্যায় আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ।

অসস্র ( ASOSRA, a stringed instrument ) ততযন্ত্রবিশেষ। ( see schatzotzerooth )

অস্করম্ ( ASCARUM, a stringed instrument ) ওয়াল্‌থার্ণ সাহেবের মতে ( Walthern ) মতে ইহা দীর্ঘ-চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ।

অস্করস্ ( ASCARAS, a stringed instrument ) ততযন্ত্র বিশেষ। (see অস্করস্ )

অস্করস্ ন্যাগেল্ ( ASCARUS NAGGALE, an ancient Greek instrument of percussion) প্রাচীন গ্রীকদিগের আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ।

অস্কোলস্ ( ASKAULOS, an ancient Grecian wind instrument ) প্রাচীন গ্রীকদিগের শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

আ

আকর্ডিয়ন্ ( ACCORDION, a keyed instrument like Organetto ) একটি চাবিযুক্ত যন্ত্র এবং দেখিতে কতকটা ছোট অর্গ্যানের ন্যায়। এই যন্ত্রের ইস্পাৎ নির্ম্মিত স্প্রিং সকল বায়ু দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া কম্পিত হইলে সুমধুর শব্দ উদ্গত হয়। প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল অতীত হইল এই যন্ত্রটী আবিষ্কৃত হইয়াছে।

আজাক্লি-কেমান্ ( AJAKLI-KEMAN, a stringed instrument of the Turks ) তুরস্কদেশীয়দের ব্যবহৃত বাহুলীন জাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ।

আডিয়াফোনন্ ( ADIAPHONON, a species of Pianoforte with six octaves) ষষ্ঠ অক্টেভযুক্ত একপ্রকার পিয়ানোফোর্ট যন্ত্র। ইহার স্বর কখনো বিকৃত হয় না। ভিয়েনা নগরস্থ ঘটিকাযন্ত্রনির্ম্মাতা সস্টর ( Schuster ) কর্ত্তৃক ১৮২০ খৃঃ ইহা নির্ম্মিত।

আথেনা ( ATHENA, a species of Grecian flute ) গ্রীক

জাতীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ। এরূপ কথিত আছে যে, মিনার্ভা দেবীর নিকট থিবান্ নিকোফেলাস্ ( Theban Nicophelus ) কর্ত্তৃক ইহা প্রথমে ব্যবহৃত হয়।

আডুফ্ ( ADUFE, an Arabian instrument of percussion ) আনদ্ধ শ্রেণীর অন্তর্গত একটি আরবদেশীয় যন্ত্র। ইহার আকার চতুষ্কোণ। বার্ব্বরি রাজ্যে এখনো ইহার সমধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। এই যন্ত্র য়িহুদীদের টপ যন্ত্রের এবং প্রাচীন মিসরবাসীদের চতুষ্কোণ আনদ্ধ যন্ত্রের সদৃশ।

আনাকারা বা আনাকরিষ্টা ( ANAKARA or ANAKO-RISTA, the Kettle drum ) আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। ( see Kettle drum ) আনিনো কর্ড বা আনিনো কর্ডি ( ANINO CHORD or ANINO CORDI, a stringed instrument ) ততযন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রের তন্তুর উপর বায়ু সঞ্চালন করিলে শব্দ নির্গত হয়। ১৭৮৯ খৃঃ পারিস নগরে জন্ জেকব্ স্নেল সাহেব ( John Jacob Shnell ) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। সেই সময়ে এই যন্ত্রটি সাধারণ্যে বিশেষরূপে আদৃত হইয়াছিল।

আপলো-নিকন্ ( APALLO NICON, a large musical instrument like an Organ ) অর্গ্যানের ন্যায় একটি বৃহৎ যন্ত্র। ইহা পূর্ণ ঐকতান বাদ্যের ধ্বনি অনুকরণ করে। ইহা নলিদ্বারা স্বয়ং বাদিত হয়। ১৮২৮ খৃঃ লণ্ডননগরে

* ফ্লাইট এবং রব্‌সন্ ( Flight and Robson ) সাহেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

আপলো-লাইরা ( APALLO-LYRA, an ancient stringed instrument ) ছোট হার্প বা লায়ারের ন্যায় একপ্রকার প্রাচীন ততযন্ত্র। এক্ষণে ইহার প্রচলন নাই। ইহা উচ্চে এক ফুট, বিস্তারে অর্দ্ধ ফুট এবং দ্বাদশটি চাবি-যুক্ত হইত। এই যন্ত্রের মুখ পিত্তলনির্ম্মিত এবং ইহা শৃঙ্গযন্ত্রের ন্যায় বাজিত।

আবব্ বা আবভ্ ( ABUB or ABABH, a Hebrew musical instrument ) একপ্রকার হিব্রু জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। ওল্‌ড টেষ্টামেণ্টে ইহার বিষয় লিখিত আছে।

আভেনা ( AVENA, a wind instrument of the ancient Greeks ) প্রাচীন গ্রীকদিগের শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইহা ওট্ ( Oat ) বৃক্ষের নলে নির্ম্মিত হইত। ( See page 74 )

আম্বিরা ( AMBIRA, a wind instrument used in Africa) ইহা একটি শুষিরযন্ত্রবিশেষ। আফ্রিকাদেশে ইহার প্রচলন। ইহা উক্ত দেশে বিভিন্ন স্থলে ঝাঞ্জি মারিম্বা, ইবেকা, বিসান্দজ্জী প্রভৃতি বিভিন্ন নামে প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ সেনগাম্বিয়া এবং উত্তর ও দক্ষিণ গিনিবাসীদের ইহা সমধিক প্রিয়। এই যন্ত্রে একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্সের মধ্যে কতকগুলি স্বরনিঃসারক কাষ্ঠ বা বেত্রখণ্ড অথবা লৌহ-জিহ্বা এরূপভাবে সম্বদ্ধ থাকে যে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কোন দণ্ডদ্বারা চাপিত হইলেই তাহাদিগ হইতে স্বর-

কম্পন উৎপন্ন হয়। কিন্তু তাহার বন্ধনপ্রণালী অনেকটা ইচ্ছামত হইয়া থাকে।

Victor Scoecher.

আর্গুল্ (ARGOOL, a recent Egyptian wind instrument made with double pipes) আধুনিক মিসরীয়দের একটি দ্বিনলযন্ত্রবিশেষ। ইহার একটি নল অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ও নিম্ন স্বর উৎপাদনের জন্য, এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর নলটি সুস্বরানুক্রমিক গান ও গৎ বাজাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এরূপ যন্ত্র পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রচলিত আছে। (See p. 88 and 93)

আর্চ্-লুট্ (ARCH-LUTE, a stringed instrument) তত যন্ত্রবিশেষ। (See থিওর্বো)

আর্চ্-লুথ (ARCH-LUTH, a stringed instrument) ইহাও একপ্রকার ততযন্ত্র। (See থিওর্বো)

আর্জ্জিয়ান্ (ARGYAN, a trumpet) শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

আর্পা (ARPA, the Spanish name of the English harp) ইংরাজি হার্পযন্ত্রের স্পেনিশ নাম।

আর্পা ডপ্পিয়া (ARPADOPPIA, the double-harp) ডবল হার্পযন্ত্র।

আর্পানেটা (ARHANETTA, a kind of Italian harp) ইতালীদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ। আইরিশ হার্পযন্ত্রের ন্যায় ইহা নির্ম্মিত। এবং ইহাতে লৌহ ও পিত্তলনির্ম্মিত তার সমূহ যোজিত থাকে।

আর্মনিকা (ARMONICA, the musical glasses) কাচ-নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র।

আর্সিলিউটো (ARCILIUTO, a stringed instrument) ততযন্ত্রবিশেষ। কেহ কেহ বলেন এই যন্ত্র এবং থিওর্বো একই।

আর্সিসিম্বেলো (ARCICEMBALO, a clavier or keyed instrument) চাবিযুক্ত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

আল্গোজা (ALGHOZA, a wind instrument used in Hindoostan, &c.) ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে ব্যবহৃত শুষিরযন্ত্রবিশেষ। (See page 79)

আল্টস্ (ALTOS, a stringed instrument) বাহ্লীন-জাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ।

আল্টো-বাসো (ALTO BASSO, a stringed instrument) ভিনিসীয় ততযন্ত্রবিশেষ, কিন্তু অধুনা অপ্রচলিত। একপ্রকার ধনুর্দ্বারা ইহা বাদিত হইত।

আলটো ভায়োলা বা ভায়োলা (ALTO-VIOLA or VIOLO, a large stringed instrument) বৃহজ্জাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ অর্থাৎ বড় বেহালা। সাধারণ বেহালায় ৫টি খাদস্বর উৎপন্ন হয়।

আল্পেন্ হর্ণ (ALPENHORN, a cow-horn) গোশৃঙ্গযন্ত্র।

আলাপিনী বীণা (ALAPINI BINA, an ancient stringed

instrument of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একটি প্রাচীন ততযন্ত্র।

আল্‌ফরন্‌ ( ALPHORN, a wind instrument used in Switzerland ) স্থইটজর্লণ্ড দেশে প্রচলিত একটি শুষিরযন্ত্র। কতকগুলি কাষ্ঠনলখণ্ড একত্রে দৃঢ়সম্বদ্ধ হইয়া এই যন্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আসিয়াস্‌ ( ASIAS, a cittern or lyre ) একপ্রকার ততযন্ত্র। বুলঞ্জর ( Bullanger ) সাহেবের মতে তর্পন্দরের শিষ্য সিপিয়ন্‌ কর্ত্তৃক এই যন্ত্র প্রথমে আবিষ্কৃত হয়।

আসোর্‌ ( ASOR, a stringed instrument of the Hebrews ) য়িহুদীদিগের একটি ততযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে দশটি তার সংযুক্ত থাকে, এবং ইহা অঙ্গুলির দ্বারা বাদিত হয়। ইহা উক্ত জাতির নেবেল্‌ নামক তান্‌পূরা যন্ত্রের সদৃশ। ইউরোপীয় সঙ্গীতবিৎ পণ্ডিতগণ একটি আসিরীয় যন্ত্রকেও "আসোর" এই নাম দিয়া থাকেন।

## ই

ইউকিন্‌ ( YEUKIN, a Chinese stringed instrument ) একটি চৈন ততযন্ত্র। চীনজাতিদের ইয়ান্‌কিন্‌ যন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে ইহা বাদিত হইয়া থাকে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ইহাকে পূর্ণশশিবীণা ( Full moon guitar ) এই আখ্যা দিয়াছেন।

ইউফন্‌ ( EUPHON, a musical instrument ) একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। লিখনাধারের ন্যায় ( Desk ) ইহার আকার।

ইহাতে কতকগুলি কাচনির্ম্মিত নল সমসূত্রপাতে সং-যোজিত থাকে। কাচযন্ত্রের ন্যায় ইহারও বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হয়।

ইংলিশ ভায়োলেট ( ENGLISH VIOLET, a very ancien stringed instrument ) ভায়োল্ ডামোর ( Viol d'mour ) যন্ত্রের আকারগত একটি অতি পুরাতন ততযন্ত্র।

ইংলিশ হার্প ( ENGLISH HARP, a large wind instrument of hauthboy kinds ) ওবয়জাতীয় বৃহৎ শুষির যন্ত্রবিশেষ। ইহা পিত্তল প্রভৃতি ধাতব পদার্থে নির্ম্মিত এবং ইহার আকার সরল না হইয়া বক্রভাবে হইয়া থাকে।

ইদোথস্ ( IDOUTHUS, a name of a Grecian flute ) এক-প্রকার গ্রীক্ জাতীয় শুষিরযন্ত্র।

ইন্ফাল্টিলিয়া ( INFALTILIA, a wind instrument ) এক-প্রকার শুষিরযন্ত্র।

ইন্স্ট্রুমেণ্টো এ কেম্পানেল্ (INSTRUMENTO a CAMPANEL, a keyed instrument like a piano-forte ) পিয়ানো ফোর্টের ন্যায় চাবিযুক্ত যন্ত্রবিশেষ। ইহাতে ১, ২ বা ততোধিক উচ্চস্বরপ্রকাশকরণক্ষম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টা যোজিত আছে। সেইগুলি প্রকৃত স্বরগ্রামে ( Diatonically ) বদ্ধ থাকে।

ইবেকা ( IBEKA, a wind instrument like an ambira )

আম্বিরাযন্ত্রের ন্যায় একটি শুষিরযন্ত্র। নিগ্রো জাতিরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। ( See Ambira )

ইয়ান্‌কিন্ ( IANKIN, a Chinese stringed instrument ) একটি চীনদেশীয় পিত্তলতারসম্বদ্ধ ততযন্ত্র। ইউরোপীয়দের ডল্‌সিমারযন্ত্রের ন্যায় ইহা দুইটি ক্ষুদ্র মুদ্গর দ্বারা বাদিত হইয়া থাকে। ইহা জাপানদেশীয় কোটো যন্ত্রের ন্যায়। এই যন্ত্রটির স্বর অতি সুশ্রাব্য।

ইয়াম্বাইস্ ( IAMBYCE, a stringed instrument ) একটি ততযন্ত্রবিশেষ। পোলক্স্ ( Pollux ) সাহেবের মতে এই যন্ত্র ত্রিকোণবিশিষ্ট লায়ার্ যন্ত্রের ন্যায়।

ইয়ার্পি ( EARPE, the Anglo-Saxonic name of harp ) হার্পযন্ত্রের এঙ্গ্‌লো সাক্‌সন নাম। অপিচ এই ভাষাতে ইহাকে হিয়ার্পি ( Hearpe )ও কহে।

ইয়ো ( YO, a flute ) একটি শুষিরযন্ত্র।

ইয়োলাইন্ ( ÆOLINE, a keyed instrument ) একটি চাবিযুক্ত যন্ত্র। ইহার স্বর অর্গ্যানের ন্যায়। পাইপ না হইয়া ইহাতে ইস্পাতের স্প্রিং থাকে এবং ভস্ত্রানঞ্চালনে উহা কম্পিত হইলে শব্দ উৎপন্ন হয়।

ইয়োলিয়ন্ পিয়ানো ( ÆOLION PIANO ) ইহা ইয়োলোডিকন যন্ত্রের ন্যায়। ইহার স্প্রিংগুলি ধাতব না হইয়া কাষ্ঠনির্ম্মিত হয়।

ইয়োলিয়ন্ হার্প ( ÆOLION HARP, a stringed instrument, the tones of which, as its name denotes, are not produced

by the hands of an artist, but by means of nature herself, through the action of the wind ) একটি ততযন্ত্রবিশেষ। কোন বাদকের হস্তদ্বারা এই যন্ত্র বাদিত হয় না, কিন্তু প্রকৃতি সঞ্চালিত বায়ুদ্বারা বাজিয়া থাকে ; এইজন্য ইহার ঈদৃশ নাম হইয়াছে। এই যন্ত্রটি বিখ্যাত এবং ইহার ধ্বনি চমৎকার ও মাধুর্য্যবিশিষ্ট। এই নিমিত্ত সঙ্গীতবিৎ পণ্ডিতগণ ইহাকে স্বর্গীয় বীণা বলিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ ও সুবিস্তীর্ণ ইংরাজি অভিধানকার ডাক্তর ওয়েবেষ্টার ( Dr. Webster ) সাহেব মুর ( Moore ) সাহেবের মতে বলেন যে, গ্রীকদিগের বায়ুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইয়োলস ( ÆOLUS ) হইতে এই যন্ত্রের নামকরণ হইয়াছে। একটি লম্ব চতুষ্কোণবিশিষ্ট বাক্সের মধ্যে বা উপরি ভাগে নয়টি বা ততোধিক চর্ম্মতন্ত্র উচ্চ নীচ সুরানুসারে বাঁধিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। বায়ু প্রবাহিত অনাবৃত জানালায় ইহা লম্বমান করিয়া রাখিলে উচ্চ নীচ স্বর সমুদয় মিশ্রিত হইয়া সুমধুর শুনায়। বায়ুকর্ত্তৃক আবদ্ধ তন্ত্র সকল আঘাতিত হইবে বলিয়া ইহার তন্ত্রস্থাপনভাগ এবং তলভাগ অনাচ্ছাদিত রাখিতে হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই যন্ত্রকে অতি পুরাতন বলেন, কিন্তু ইহা আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষে এইরূপ বায়ু-বাদ্য বীণা যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছিল। যদিও ইহার সহিত তাহার অবয়বগত বিভিন্নতা স্বীকার করা যায়, কিন্তু গুণে ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট

বলিতে হইবে। "দেবর্ষি নারদ দেবগণ প্রেরিত হইয়া বসুদেবগৃহবাসী শ্রীকৃষ্ণকে শিশুপালবধার্থ উত্তেজনা করিবার নিমিত্ত যে সময়ে দেবলোক হইতে আগমন করেন, তৎকালে তাঁহার বীণা যে প্রকার গান করিতেছিল, মাঘ কবি তাহার এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন ;—

রণদ্ভিরাঘট্টনয়া নভস্বতঃ
পৃথগ্‌বিভিন্ন শ্রুতিমণ্ডলৈঃস্বরৈঃ।
স্ফুটীভবদগ্রামবিশেষমূর্চ্ছনা
মবেক্ষমাণং মহতী মুহুর্মুহুঃ।

নারদের বীণার নাম মহতী। সেই বীণায় বায়ুর আঘাত লাগিয়া ষড়জাদি স্বরগ্রাম আরোহ অবরোহক্রমে এরূপ স্পষ্টভাবে শ্রবণগোচর হইতেছে যে, স্বরের অবয়বভূত শ্রুতিগুলি পর্য্যন্ত এক একটী করিয়া গণিয়া লওয়া যাইতেছে। নারদ বিস্ময়পরবশ হইয়া বারম্বার সেই বীণা দর্শন করিতেছেন।

মাঘ কবি১৫।১৬শত বৎসরের লোক হইবেন। তাঁহার সময়ে সংগীতশাস্ত্রের যখন এতদূর উন্নতি হইয়াছিল যে, যন্ত্র বাঁধিবার কৌশলে স্বর যন্ত্র হইতে আপনি বাজিত, তখন তাহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে যে উহার চর্চ্চার আরম্ভ হয়, ইহা সহজেই অনুমান হয়।" অধুনা ভারতবর্ষে যেরূপ মহতী বীণার প্রচলন দৃষ্ট হয়, উহা প্রাচীন কালের উক্ত বীণা হইতে কতক পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বতন মহতী বীণা হস্ত ও বায়ু উভয়েরই

দ্বারা বাদিত হইত, এক্ষণকার মহতী বীণা হস্ত ব্যতীত বাদিত হয় না। ( See page 3 )। মিলান নগরের আবি গাটনি ( Abbe Gattoni) আর একপ্রকার বৃহৎ ইয়োলিয়ন্ হার্প নির্ম্মাণ করেন। ঐ যন্ত্রটির নাম মিটিয়রলজিকাল হার্ম্মণিকা ( Meteorological Harmonica )। তিনি কোন একটী গির্জ্জার একটা চূড়া হইতে অপর একটা চূড়া পর্য্যন্ত ১৫টি লৌহ তার সমান্তরালভাবে আবদ্ধ করিয়া উক্ত যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই তারগুলি স্বাভাবিক সপ্তস্বরানুসারে সর্ব্বদাই বদ্ধ থাকিত এবং বায়ুকর্ত্তৃক কম্পিত হইয়া অর্গ্যান্-পাইপের (Organ-pipe) ন্যায় বাদিত হইত।

ইয়োলোডিকন বা ইয়োলোডিয়ন ( ÆOLODICON or ÆOLODION, a keyed instrument ) চাবিযুক্ত যন্ত্র বিশেষ। ( See ইয়োলাইন্ )

ইয়োলোপান্টালন্ ( ÆOLOPANTALON, a species of piano-forte ) একপ্রকার পিয়ানোফোর্টিযন্ত্র। ইয়োলোডি-কনের সহিত ইহার আকার ও অবয়বগত সম্বন্ধ আছে।

ইয়োলোমেলোডিকন্ ( ÆOLOMELODICON, a musical instrument of the æolodicon kinds) ইয়োলোডিকন্‌জাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রের অপর একটি নাম কোরো-লিয়ন্ ( Choroleon )।

ইসিটালি ( ICITALI, a stringed instrument ) একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহাতে দুইটি ইস্পাৎনির্ম্মিত তার সংযুক্ত থাকে এবং তুরুক জাতিরা এই যন্ত্র ব্যবহার করে।

## উ

উগাব ( UGAB, a Hebrew wind instrument ) ইহা য়িহুদীদের একটি শুষিরযন্ত্র। কথিত আছে, জুবাল ইহার নির্ম্মিতা। ইংরাজেরা ইহাকে সিরিংস্ অথবা পাণ্ডিয়ান্-পাইপ ( Syrinx or Pandean-pipes ) বলেন।

উদ ( OUD, an Arabian stringed instrument ) আরব-দেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহার আকার হিন্দুদিগের তান্পূরার ন্যায় এবং উক্ত যন্ত্রের ন্যায় ইহাতেও সারিকা বিন্যাস নাই।

উদকী ( UDAKEA, a small instrument of percussion used in Ceylon ) একটি ক্ষুদ্র আনদ্ধযন্ত্র। কাহার জাতির হুড়ুকা যন্ত্রের ন্যায় ইহার আকার। সিংহলদেশীয়েরা ইহা ব্যবহার করে।

উর্হীন্ ( URNEEN, a kind of Chinese violin ) একটি চীন-দেশীয় বাহুলীন যন্ত্র। ইহা আমাদের দেশের সারিন্দা বা সারঙ্গার, জাপানদেশীয় কোকিউ যন্ত্রের এবং আরব ও পারস্যদিগের রবাব, ও কেমান্‌গে যন্ত্রের ন্যায়। ( See page 67 )

## ঊ

ঊম্পূচ্বা ( OOMPOOCHWA, a stringed instrument used in Africa ) একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহার আকার বাক্সের ন্যায়, কিন্তু এক পার্শ্ব খোলা। আফ্রিকার লোকেরা ইহা ব্যবহার করে।

## এ

এক্সাকর্ড বা হেক্সাকর্ড ( EXACHORD or HEXACHORD, a stringed instrument with six strings ) একটি ষট্‌তন্ত্র-বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। ইহাতে ছয়টী স্বর উৎপন্ন হয়।

এঞ্চাম্বী ( ENCHAMBEE, a kind of stringed instrument of the Ashantee and Fantee of Africa ) আফ্রিকার আশাণ্টী এবং ফাণ্টী জাতিদ্বয়ের একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহাতে তাল বৃক্ষের মূলজাত পাঁচটি সূত্র যোজিত হইয়া ইহার শিরস্থ বংশনির্ম্মিত পাঁচটী কীলকের সহিত আবদ্ধ থাকে। দুই হস্তে এই যন্ত্র বাদিত হয় এবং যদিও ইহার স্বর বিভিন্ন প্রকারের নহে, তথাপি বিশেষ মধুর। এইজন্যই উক্ত জাতিদ্বয়ের সমুদয় যন্ত্রাপেক্ষা ইহা উত্তম বলিয়া গণিত হইয়াছে।

এপিগোনিয়ম ( EPIGONIUM, a stringed instrument of the ancient Greeks ) প্রাচীন গ্রীকদিগের একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ চল্লিশটী তন্ত্র সংযুক্ত থাকিত। এপিগোনস্ ( Epigonus ) স্বীয় নামে এই যন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

এপিনেট ( EPINETE, the spinet ) স্পিনেট্ যন্ত্র। ( See Spinet )

এপ্টাকর্ড ( EPTACHORDE, an instrument with seven strings ) একটী সপ্ততন্ত্রবিশিষ্ট ততযন্ত্র। ( See Heptachord )

এর্‌বেব্ ( ERB'EB, the Morocco name of rebab ) রবাব যন্ত্রের মরক্কদেশীয় নাম। ( See page 26 )

এলিফাণ্টাইন্ (ELEFANTINE, a flute supposed to be maed of ivory ) একটী শুষিরযন্ত্র। বোধ হয় হস্তিদন্তে ইহা নির্ম্মিত। ফিনিসীয় জাতি ( Phænecians ) এই যন্ত্রের সৃষ্টি করে।

এলিমস্ ( ELEMAS, the name of a Phrygian flute ) ফ্রিজীয় ফ্লুটের নামান্তর। ইহাও কাষ্ঠনির্ম্মিত শুষিরযন্ত্র বিশেষ।

ও

ওফিক্লিড্ ( OPHICLEIDE, a wind instrument concerning to wars ) যুদ্ধসম্বন্ধীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

ওবয় ( AUTHBOY, a wind instrument ) একটী শুষিরযন্ত্র। ( See page 80 and 81 )

ওবোয়ি ডামোর বা ওবোয়ি লুয়াঙ্গো ( CBOE D'AMORE or CBOE LUANGO, a wind instrument) একপ্রকার শু-ষিরযন্ত্র।

ওম্বাই ( OMBI, a harp-kind instrument used in Africa ) আফ্রিকা দেশের সেনিগাম্বিয়া ও গিনিদেশবাসীদের হার্পজাতীয় যন্ত্রবিশেষ। তাহারা লতা ও বৃক্ষের মূল দিয়া ইহার তন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহার আর একটী নাম বোলো ( Boulow )। মিসরদেশীয় হার্প যন্ত্রের সঙ্গে এই যন্ত্রের অনেক সাদৃশ্য আছে।

ওয়াল্‌ডহর্ণ ( WALDHORN, a large wind instrument

generally called French horn ) একটী শৃঙ্গযন্ত্র। সাধারণতঃ ইহাকে ফরাসী-শৃঙ্গ কহে।

ওসী টিবিয়া (OSSEA TIBIA, one of the first wind instruments of the ancient Greeks ) প্রাচীন গ্রীকদিগের একটী প্রথম গণনীয় শুষিরযন্ত্র।

## ঔ

ঔ (OU, a Chinese instrument, played with a bow ) চীনদিগের ধনুর্দ্বারা বাদিত ততযন্ত্রবিশেষ।

## ক

কঃহরণ (KUHHORN, a Swedish or Alpine horn ) একটী সুইডিশ বা আল্পাইন শৃঙ্গযন্ত্র।

কচ্ছপী বীণা (CACH'HUPI BINA, a stringed instrument of the Hindoos ) হিন্দুদিগের ততযন্ত্রবিশেষ। (See p. 17 )

কঞ্চ (CONCH. the English name of a Hindoo wind instrument called Shankha ) শঙ্খযন্ত্রের ইংরাজি সংজ্ঞা।

কড়্‌লী (KARRULI, an ancient Hindoo instrument of percussion ) হিন্দুদিগের প্রাচীন আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ।

কণ্ট্রাফ্যাগটো (CONTRAFAGOTTO, the large bassoon ) একটী বৃহৎ শুষিরযন্ত্র। সাধারণ বাসূন অপেক্ষা ইহাতে আরও একটী নিম্ন স্বরগ্রাম বাদিত হইত। এক্ষণে ইহা অপ্রচলিত।

কন্ট্রাবাসো (COOTRABASSO, the double bass ) বাহুলীনজাতীয় যন্ত্র সমূহের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং

খাদস্বরবিশিষ্ট। এই যন্ত্র দুইপ্রকার। একপ্রকার তিনতন্তুবিশিষ্ট, অপরপ্রকার চারিতন্তুসম্বলিত। ইংলণ্ডে তিনতন্তুবিশিষ্ট কন্ট্রাবাসো প্রচলিত। কিন্তু জর্ম্মণি ভিন্ন অপরটি প্রায় অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। শেষোক্তপ্রকার যন্ত্রটি অপেক্ষাকৃত চারিটী নিম্নস্বর-বিশিষ্ট। ( See Double bass )

কন্ট্রাবাসি ( COATRA BASSE ) } ডবল বাসের

কন্ট্রাভায়োলন ( CONTRA VIOLON) } নামান্তর সংজ্ঞা।

কন্সার্টিনা ( CONCERTINA ) ছয়কোণবিশিষ্ট একটী ছোট বাদ্যযন্ত্র। হস্তে ধরিয়া ইহা বাজাইতে হয়। এই যন্ত্রের দুই পার্শ্বে কতকগুলি কুঞ্চিকা আছে, ঐ গুলি অঙ্গুলিদ্বারা চাপিত হইলে যন্ত্রের মধ্যস্থিত ধাতব জিহ্বা সমূহ (M tal tongues) হইতে শব্দ নির্গত হইয়া থাকে। ইহার ধ্বনি অবিচ্ছিন্নরূপে শ্রুত হইবার জন্য অনবরত ইহার ভস্ত্রাসঞ্চালন করিয়া বায়ু সংগ্রহ করিতে হয়।

কপলডোন ( KOPPLEDONE , an ancient wind instrument ) একপ্রকার প্রাচীন শুষিরযন্ত্র।

কপল ফ্লীট (KOPPLE FELETE, a wind instrument) একটী শুষিরযন্ত্র। ইহার আর একটী নাম জেম্‌স্‌হর্ণ (Gemshorn)

কম্পনম্‌ ( CAMPANUM, an ancient Grecian instrument of the bell-kinds ) প্রাচীন গ্রীকদিগের ঘণ্টাজাতীয় শুষির-যন্ত্রবিশেষ।

কম্পল ( KAMPUL a Javanese instrument of percussion ) যাবাদ্বীপবাসিগণের একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্র।

কম্বোন ( KOMBONE a wind instrument of the Singhalese ) সিংহলীয়দের শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

কয়ার অরগ্যান্ ( CHOIR ORGAN ) একটী মৃদুস্বরবিশিষ্ট অরগ্যান্। ইহা সলো ডুয়েট ( Solo, duet, &c. ) প্রভৃতি গীতের সঙ্গে ব্যবহৃত।

কর্ ( COR, a horn ) শৃঙ্গযন্ত্রবিশেষ।

কর্ ( CHOR, a stringed instrument like spinet ) স্পিনেটের ন্যায় একপ্রকার ততযন্ত্র।

কর্ অম্নিটোনিক ( COR OMNITONIQUE, a wind instrument ) একটী শুষিরযন্ত্র, কিন্তু ইহার স্বরগুলি বিকৃত। এই যন্ত্রে চাবিদ্বারা প্রকৃত খোলা স্বরের ন্যায় বিকৃত স্বরগুলি পরিষ্কাররূপে প্রকাশ পায়।

কর্ আংলাইস্ ( COR ANGLAIS, a long hauthboy ) একটি শুষিরযন্ত্র। ইহার স্বর মিষ্ট, ভাবব্যঞ্জক ও শোকসূচক। ( See ওবয় )

কর্ ডি সিগ্নাল ( COR DE SIGNAL, a bugle ) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। ( See বুগল )

করণা বা কর্ণা ( KERRANA or KURNA, a large trumpet, common in Hindoostan and Persia ) একপ্রকার বৃহজ্জাতীয় শুষিরযন্ত্র। ভারতবর্ষ এবং পারস্য দেশে

ইহার প্রচলন দৃষ্ট হয়। ইহার দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট এবং ধ্বনি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। ( See p. 83 )

করতাল বা করতালী (CARATAL, or CORTALI, the metalic instruments of the castagnettes kinds, common in Hindoostan) ভারতবর্ষপ্রচলিত ঘনযন্ত্রবিশেষ। ( See p. 109 )

করিক্ ( CHORIQUE, the name of a species of flute ) এক প্রকার শুষিরযন্ত্র।

কর্ডমিটার ( CHORDOMETER ) স্বরসম্বন্ধীয় মাত্রামাপক যন্ত্রবিশেষ।

কর্ডমেলোডিয়ন্ ( CHORDAUMELODION ) বা

কর্ডলোডিয়ন্ ( CHORDOLODION ) বড় ব্যারেল অর্গ্যান যন্ত্রের নাম। ইহা স্বয়ং বাজে।

কর্ডি চাসী ( COR DE CHASSE, a hunter's horn ) এবং

কর্ডি ভাসী ( COR DE VACHES, a shepherd's horn ) শিকারী এবং মেষপালকের শৃঙ্গযন্ত্র।

কর্ণ ( CORNC, a French horn ) ফরাসীদেশীয় শৃঙ্গযন্ত্র।

কর্ণ ইংলিস ( CORNO INGLESE, a English horn ) ইংরাজি শৃঙ্গযন্ত্র।

কর্ণ ডি কাসিয়া ( CORNO DE CASSIA, a hunter's horn ) শিকারীর শৃঙ্গযন্ত্র।

কর্ণ ডি বাসেটো ( CORNO DE BASSETTO, a wind instrument ) একটী শুষিরযন্ত্র। বাস ক্লারিনেটে যত গুলি স্বর নির্গত হয়, ইহাতেও তাহাই হইয়া থাকে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়োপলক্ষে মোজার্ট (Mozart) এই যন্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন। (See বাসেট হর্ণ)

কর্ণামুসা (CORNAMUSA, a bagpipe) একটী শুষিরযন্ত্র। এই যন্ত্র কেবল স্কট্‌লণ্ডে ব্যবহৃত নহে, ইতালী দেশেও ইহার ব্যবহার দেখা যায়।

কর্ণি (CORNI, the Italian pluralized name of horn) শৃঙ্গ-যন্ত্রের ইতালীয় বহুবচনান্ত নাম।

কর্ণু (CORNU, or KORNU, the Roman horn) রোমীয় শৃঙ্গযন্ত্র। (See p. 83 and কেরেণ)

কর্ণেট (CORNET, the post horn) পোষ্ট হর্ণ অর্থাৎ পত্র-বাহকের শৃঙ্গযন্ত্র।

কর্ণেট আ পিষ্টন্স (CORNET-a'-PISTONS, a wind instrument used in wars) সামরিক শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

কর্ণেট আ বৌকুইন্ (CORNET a' BOUQUIN. a wind instrument) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। (See Bouquin)

কর্ণেটিনো (CORNETTINO, a wind instrument) শুষির-যন্ত্রবিশেষ।

কর্ণেটো (CORNETTO a brazen wind instrument like a trumpet) ট্রম্পেটের ন্যায় পিত্তলনির্ম্মিত শুষিরযন্ত্রবি-শেষ, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ ছোট। সুতরাং ইহার ধ্বনিও অপেক্ষাকৃত মৃদু। ইহাতে কৌশল করিয়া অর্দ্ধ স্বর পর্য্যন্ত প্রকাশ করা যাইতে পারে।

কর্ণেটো টর্টো (CORNETTO TORTO, the name of a crooked cornet) বক্রাকার কর্ণেটযন্ত্রের অন্যতর নাম।

কর্ণেটো মুটো (CORNETTO MUTO, a very ancient species of soft toned cornet) একপ্রকার অতিপ্রাচীন কোমলস্বরী কর্ণেটযন্ত্র।

কলন্ড্রোন্ (COLONDRONE, a wind instrument used by Italian peasants) ইতালীদেশীয় কৃষকদিগের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র।

কলমস্ (COLOMUS),

কলমস্ পাষ্টোরালিস্ (COLOMUS PASTORALIS) বা

কলমৌলস্ (COLOMAULOS. the shepherd's pipe, one of the most ancient of all musical wind instrument) একপ্রকার প্রাচীনতম শুষিরযন্ত্র এবং মেষপালকেরা ইহা ব্যবহার করিত। (See p. 80)

কলিনেট (COLLINET) ফ্ল্যাজিলেট শব্দ দেখ।

কল্লিনিকস্ (KALLINICUS, a Turkish violin) তুরুষ্ক-দেশীয় বাহুলীনযন্ত্র।

কাউ-হর্ণ (COW-HORN, a wind instrument) একটী গো-শৃঙ্গাকার শুষিরযন্ত্র। রুসীয়দের নিকট ইহা প্রসিদ্ধ। ইহার অবয়ব কর্ণেটের ন্যায় এবং দৈর্ঘ্য এক হইতে চারি ফুট পর্য্যন্ত। কাষ্ঠ কিম্বা বৃক্ষ ত্বকে ইহা নির্ম্মিত।

কানুন্ (KANOON, a well-known stringed instrument of

Hindoostan ) একটী ভারতবর্ষীয় সুপ্রসিদ্ধ ততযন্ত্র।
( See p. 41 )

কান্তেলি ( KANTELE, an oriental harp ) ইহা একটী পূর্ব্বাঞ্চলীয় হার্প যন্ত্র। ফিন্‌লণ্ড দেশেও এই নামে প্রসিদ্ধ। কথিত আছে, ইহা ফিন্‌লণ্ডবাসীদিগের ওয়েনেন্ মোইনেন্ নামক দেবতার অতি প্রিয়তম যন্ত্র। তিনি গ্রীসদেশীয় আর্ফিয়স্ দেবের ন্যায় ইহার বাদনক্রিয়া এরূপ চমৎকারিতার সহিত সম্পাদন করিতেন যে, কি মনুষ্যের, কি ইতর জন্তুদের সকলেরই মন হরণ করিতে পারিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেও এস্থোনিয়া প্রদেশস্থ লোকেরা এই যন্ত্র ব্যবহার করিত। সে দেশের পরিব্রাজকেরা এই যন্ত্র হস্তে লইয়া গান করিয়া বেড়াইত। সে দেশের যে প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ১৮১২ খৃষ্টাব্দে মৃত হইয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত যন্ত্রের ব্যবহারও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতদ্ভিন্ন ফিন্‌দের উক্ত নামে আর একটী জাতীয়-যন্ত্র আছে। সে যন্ত্রে একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্সের মধ্যে পাঁচটী তার সম্বদ্ধ থাকে। এরূপ যন্ত্র ফিন্‌লণ্ড দেশে এখনও প্রচলিত আছে। ডাক্তর ক্লার্ক ( Dr. Clarke ) সাহেব লাপলণ্ডবাসী উগ্রী বংশধরদিগের হস্তে এইরূপ যন্ত্র দেখিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত যন্ত্রের সঙ্গে এরূপ যন্ত্রের কোন সাদৃশ্য নাই, বরং দেখিতে ডলসিমর যন্ত্রের ন্যায়।

Estuische Volkslieder herausgegeben Von Neus Reval. 1850.

Travles in various countries, by E. D. Clarke. Part III.

কাবা-জর্না ( KABA-ZURNA, a large Turkish wind instrument used in battles ) তুরুষ্কদেশীয় সামরিক বৃহৎ শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

কাবারো ( KABARO, a small drum common in Egypt and Abyssinia, struck with the hands ) একটী ক্ষুদ্র ঢক্কা। ইহা মিসর এবং আবিসিনিয়া দেশে ব্যবহৃত এবং হস্ত-দ্বারা বাদিত হয়।

কারনিক্স ( CARNYNX, a species of ancient Grecian trumpet ) প্রাচীন গ্রীসীয়দিগের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। ইহার ধ্বনি উচ্চ ও তীব্র। পূর্ব্বে ফ্রান্সেও এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইত।

কারিলন্স ( CARILLONS, a group of small bells ) ঘণ্টা-স্তবক। ইহা ইউরোপীয় ঘনযন্ত্রবিশেষ। আমাদের দেশেও এইরূপ যন্ত্র ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মমন্দিরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কার্ণাই ( KARNAI, a Persian trumpet ) একটী পারস্য-দেশীয় শৃঙ্গযন্ত্র। য়িহুদীদের কেরেণ, গ্রীক্‌দের ‘করাস’, রোমীয়দের কর্ণু, ফরাসীদের কর, জর্ম্মণ ও ইংরাজদের হর্ণ, ওয়েল্‌সবাসীদের কর্ণ, হঙ্গেরীবাসীদের কুর্ত্ত এবং

হিন্দুদের শৃঙ্গ যেরূপ, ইহাও সেইরূপ যন্ত্র। ( See page 83 )

কালাসিওন্ ( CALASCIONE, a stringed instrument, common in Italy,swept by the fingers ) একটী ইতালী-দেশীয় ততযন্ত্র। ইহা দেখিতে আমাদের দেশের তান্পূরার ন্যায়, কিন্তু ইহাতে পর্দ্দার সন্নিবেশ আছে। এই যন্ত্রে দুইটী তন্তব তার যোজিত থাকে এবং ইহা তাড়নী দ্বারা বাদিত হয়। আসিরিয়া ও মিসর দেশেও অবিকল এইরূপ যন্ত্র ছিল। এক্ষণে ইতালী দেশের কৃষিজীবীরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকে। ( See page 39 )

কালিচন্ ( CALICHON, a most ancient stringed instrument, in the form of lute ) ল্যুটের ন্যায় একটী প্রাচীনতম তত-যন্ত্র। ইহাতে পাঁচটী তন্ত্র যোজিত থাকিত।

কালিসনসিনি ( CALLISSONCINI, a long-necked stringed instrument ) একটী দীর্ঘগ্রীবাবিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ।

কাষ্টানেট ( CASTAGNETTES ) কাষ্ঠনির্ম্মিত মাঙ্গল্য যন্ত্র-বিশেষ। পূর্ব্বতন কোন কোন জাতিদ্বারা ইহা ব্যবহৃত হইত। বর্ত্তমান সময়েও খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ধর্ম্ম-মন্দিরে ইহার প্রচলন দেখা যায়। ( See Crotala )

কাস ( KAS, a species of drum ) একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্র। ইহা আফ্রিকার অন্তর্গত আঙ্গোলাদেশীয়দের একমাত্র বাদ্যযন্ত্র।

কাসা ( CASSA, a large drum ) একটী বৃহৎ ঢক্কা। ইহার আর একটী নাম গ্রাণ টাম্বুরো ( Gran Tamburo )।

কাসা গ্রাণ্ডী ( CASSA GRANDE, a large drum ) ইহাও একটী বৃহৎ ঢক্কা।

কাস্থটো ( KASSUTO, a musical instrument of the inhabitants of Congo ) কঙ্গদেশীয়দের একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র।

কিঙ্ ( KING, a Chinese musical instrument ) একটী চৈন সঙ্গীত যন্ত্র। বিভিন্ন উপাদানের ও আকারের অনেকগুলি প্রস্তর-গুটিকাদ্বারা ইহা নির্ম্মিত। সেই সকল প্রস্তরের পরস্পর আঘাতে অথবা যষ্টির আঘাতে ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে।

কিট্ ( KIT, a very small wind instrument ) একপ্রকার অতি ক্ষুদ্র ততযন্ত্র। জে, এফ্, দানিলি ( J. F. Danneley ) সাহেবের মতে ইহা এত ক্ষুদ্র যে. ইহাকে অঙ্গরক্ষকসংলগ্ন মুদ্রাধারে (জামার বগ্লীতে) রক্ষা করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে লইয়া যাওয়া যায়। কিন্তু এতদ্বিষয়ে হামিল্টন ( Hamilton ) সাহেবের স্বতন্ত্র মত। তিনি বলেন, ইহা একটী ক্ষুদ্র বাহুলীন এবং নৃত্যাধ্যাপকদিগের দ্বারা ব্যবহৃত।

কিতারা ( KITARA, a Grecian stringed instrument ) ইহা একটী গ্রীসদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ। কিতারা, জর্ম্মণদেশীয় পার্ব্বতীয় লোকদের "জিতার", পারস্য, হিন্দু ও আসিয়াস্থ অন্যান্য দেশের "সিতার" বা "ত্রিতন্ত্রী"

নিউবীয়দের “কিসার” এ সকল একই যন্ত্র। (See p. 21 and খিতারা)

কিন্ (KIN, a well known Chinese stringed instrument) একটী চীনদেশীয় প্রসিদ্ধ ততযন্ত্র। নীল লাল, হরিৎ, শুভ্র এবং কৃষ্ণ এই পাঁচ বর্ণের পাঁচটী করিয়া সর্ব্বসমেত ইহার পঁচিশটী সেতু আছে। মহাত্মা কন্‌ফিউসস্ প্রভৃতি চীনদেশীয় পূর্ব্বতন ঋষিগণ ইহা ব্যবহার করিতেন; সেই জন্য চীন দেশে এরূপ যন্ত্রের সমাদর সমধিক। ইহার তন্তু সকল পট্টসম্ভূত। (See page 16)

কিন্নর (KINNOR, a most ancient stringed instrument of the Hebrews) য়িহুদীদের একটী অতিপ্রাচীন ততযন্ত্র। ইহা অতি লঘু, সহজে বহনীয় এবং বত্রিশটী তন্তুযোজিত। ইহা বাইবেলোক্ত দায়ুদ (David) রাজার অতি প্রিয়তম যন্ত্র। তিনি প্রতিরাত্রে ইহা স্বীয় উপাধানের নিকট রাখিতেন। এই যন্ত্রটি দেখিতে অনেকটা ইংরাজি লায়ার্ (Lyre) যন্ত্রের ন্যায়। ওল্‌ড টেষ্টামেণ্টে লিখিত আছে যে, জুবাল (Jubal) ইহার নির্ম্মাতা। গ্রীক্‌দের “কিতারা” এবং নিউবীয়দের “কিসার” যন্ত্রের সঙ্গে ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। (See page 25 and কিতারা) এরূপ কথিত আছে যে, দায়ুদ রাজা সাল (Saul) রাজার সম্মুখে এই যন্ত্র বাজাইতেন। কাল্‌মেটের (Calmet) মতে এই যন্ত্রটি অবিকল প্রাচীনদিগের লায়ার যন্ত্রের সদৃশ। কিন্তু অন্যান্য সঙ্গীতবিতেরা ইহাকে ভিন্ন

প্রকারের বলিয়া থাকেন। যদিও উহাঁদের মধ্যে কেহ ইহাতে ত্রিশ এবং কেহ দুই শত তন্ত্র যোজনা বিষয়ে মতভেদ প্রকাশ করেন, কিন্তু সকলেই একবাক্যে ইহাকে এইরূপ (△) ত্রিকোণাকারবিশিষ্ট কহিয়া থাকেন। ইতিহাসলেখক জোজেফস্ ( Josephus ) বলেন এই যন্ত্র দশতন্ত্রসংযুক্ত এবং অঙ্গুলিত্রদ্বারা বাদিত হইত। ওল্ড টেষ্টামেন্টের অন্তর্গত জেনিসিস্ (Genesis) নামক পুস্তকের চতুর্বিংশ অধ্যায়ের একবিংশ শ্লোকে ইহার বিষয় উল্লিখিত আছে।

কিন্নরী বীণা ( KINNARI BINA, a sringed instrument of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একটী ততযন্ত্র। ( See page 24 )

কিয়স্ ( KIOS, a Turkish instrument of percussion used in battles ) তুরুকদেশীয়দের সামরিক আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। ইহার খোলটি তাম্রনির্ম্মিত।

কিসার ( KISSAR. a well known stringed instrument of the harp kinds common in Nubia ) নিউবিয়া দেশের একটী বীণাজাতীয় প্রসিদ্ধ ততযন্ত্র। ইংরাজেরা ইহাকে নিউবীয় বীণা ( Nubian Lyre ) বলেন। ইহা চর্ম্ম এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত। একখানি উদরাকার শূন্যগর্ভ কাষ্ঠখণ্ড মেষ-চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক, সেই চর্ম্মাচ্ছাদনীতে তিনটি এবং কখন কখন ততোধিক সমান্তরাল স্বরোদ্গমনচ্ছিদ্র করিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। ইহাতে উষ্ট্রের অন্ত্র-

সম্ভূত পাঁচটী তন্তুব তার সংযুক্ত থাকে। উক্ত কাষ্ঠ-খণ্ডের সঙ্গে তাহাদের কোন সংস্রব থাকিবে না বলিয়া, যন্ত্রের এক মুখে আবদ্ধ একটী কাষ্ঠের সেতুতে তাহারা বদ্ধ থাকে। দক্ষিণ হস্তে কঠিন চর্ম্ম অথবা শৃঙ্গনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্র পরিধান করিয়া ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই যন্ত্রের কাষ্ঠাবয়বের গঠন চতুষ্কোণ, এবং তাহাতে ছয় অথবা ততোধিক তার আবদ্ধ থাকে। আবিসিনিয়ায় প্রবাদ আছে, থাব্ অথবা হার্ম্মিণ কর্ডান কর্ত্তৃক মিসর হইতে ইথিওপিয়া দেশে এই যন্ত্র সমানীত হয়। এবং তথা হইতে নিউবিয়া দেশে প্রচলিত হইয়াছে। আধুনিক মিসরীয়েরা এরূপ যন্ত্রকে "গিতারা বারবারিয়া" বলেন। কিথারা, সিতারা প্রভৃতি যন্ত্রগুলিও প্রায় ইহার ন্যায়। ( See Kithara and page 21 )

কীটক ( KETUK, an instrument of percussion, common in Java ) যাবাদ্বীপের একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্র। একখানি কাষ্ঠাধারে স্থাপন করিয়া এই যন্ত্র বাজাইতে হয়।

কীড্ ব্যুগল ( KEYED BUGLE, a wind instrument used in battles ) ইহা একপ্রকার সামরিক শুষিরযন্ত্র।

কুইন্ট ( QUINTE, a tenor viola ) একটী মধ্যস্বরী বাহুলীন-যন্ত্র।

কুইন্টফ্যাগট ( QUINT FAGOTT, a double bassoon or contra fagotto ) একটী ডবল বাসূন বা কন্ট্রাফ্যাগটো-যন্ত্র। অধুনা প্রায় ইহার ব্যবহার দেখা যায় না। ইহাকে

সাধারণ বাসূন অপেক্ষা এক সপ্তক নিম্নে বাঁধতে হয়। ফ্যাগটিনো বা ছোট বাসূনকে কখন কখন এই নামে অভিহিত করা যায়।

কুইণ্ট বাস (QUINT BASS, a stringed instrument) একটী ততযন্ত্রবিশেষ।

কুইণ্টার্ণ (QUINTERNE, an unused Italian stringed instrument) একটী অপ্রচলিত ইতালীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহা দেখিতে ল্যুট (Lute) যন্ত্রের ন্যায়।

কূনা (QUNA. a wind instrument, common in Hindoostan) একপ্রকার ভারতবর্ষীয় শুষিরযন্ত্র।

কুয়েটজ বা অগদ (KWETZ or AGADA, a wind instrument of the flute kinds, common in Egypt and Abyssinia) মিসর এবং আবিসিনিয়া দেশের বংশীজাতীয় শুষির-যন্ত্রবিশেষ।

কূর্ত্ত (KURT, a Hungarian trumpet). একটী হঙ্গেরীয় শৃঙ্গ-যন্ত্র। দেখিতে ইংরাজি হর্ণ এবং হিন্দুদিগের শৃঙ্গ-যন্ত্রের ন্যায়। (See page 83)

কুসির (KUSSIR, a Turkish wind instrument) একটী তুরুকদেশীয় ততযন্ত্রবিশেষ। একটী শূন্যগর্ভকাষ্ঠ-নির্ম্মিত খোলে চর্ম্মাচ্ছাদনপূর্ব্বক, তদুপরি পাঁচটী তন্ত্র সংলগ্ন করিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মিত হয়।

কেটেল ড্রম (KETTLE DRUM, a well known instrument of percussion). একটী প্রসিদ্ধ ঢকাজাতীয় আনদ্ধযন্ত্র। পিত্তল

কিম্বা তাম্রনির্ম্মিত খোলের দুই মুখে ছাগচর্ম্মাদি দৃঢ়রূপে আচ্ছাদন করিয়া এই যন্ত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণ দেশান্তর্গত ফ্রাঙ্কফোর্টনিবাসী ইভেঞ্জার (Ebhenger) নামক জনৈক ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্বনির্ম্মিত কেটেল ড্রম বাদন বিষয়ে নূতনবিধ প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছিল। সেইজন্য অনেক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তা ইহাঁর বিশেষ প্রশংসা করেন। পূর্ব্বে ইউরোপীয় ঐকতান-বাদ্যে এরূপ দুইটীমাত্র যন্ত্র ব্যবহৃত হইত—এক্ষণেও উক্ত ঐকতানে কেটেল ড্রমের ব্যবহার দেখা যায়। এই যন্ত্র বাদন সময়ে নিম্ন লিখিত কয়েকপ্রকার আঘাত ক-রিতে হয়। যথা ;—সরলাঘাত ( Simple beat ), দ্বিগু-ণাঘাত ( Double beat ), পূর্ণাঘাত ( Perfect beat ), ভগ্না-ঘাত ( Divided beat ) ইত্যাদি।

কেনেট ( KENET, an Egyptian and Abyssinian trumpet ) মৈসর ও আবিসিনীয় জাতিদের একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। ইহার আর একটী নাম মিলিকেট ( Meleket )।

কেম্‌কেম্‌ (KEMKEM, an Egyptian instrument for measuring the time concerning music ) মিসরীয়দের একটী সঙ্গীত সম্বন্ধীয় কালমাপক যন্ত্র।

Villoteau.

কেমান্‌ ( KEMAN, a Turkish stringed instrument with three strings ) একটী তুরুষ্কদেশীয় ত্রিতন্ত্রবিশিষ্ট ততযন্ত্র।

কেমানি্গে ( KEMANGEH, a stringed instrument of the

Arabs and Persians ) আরবীয় এবং পারস্যদের একটী ততযন্ত্রবিশেষ। ইহা চীনদের "উরহীন" জাপানদের "কোকিউ" এবং হিন্দুদের "সারঙ্গ" যন্ত্রের সদৃশ। ( See page 67 )

কেমানগে আ গুজ ( KEMANGEH a GOUZ, a stringed instrument used by the Arabs ) আরবদিগের ব্যবহৃত একটী ততযন্ত্র। মিষ্টার ফিটিস ( Fetis ) বলেন যে, হিন্দুদিগের অমৃতযন্ত্র এই যন্ত্রসৃষ্টির মূল। ( See অমৃত, কেমানগে and page 70 )

কেমানগে ফার্ক (KEMANGEH FARK, an Arabian stringed instrument ) একটী আরবীয় ততযন্ত্র।

কেমানগে রৌমী ( KEMANGEH ROWMY, an Egyptian violin ) একটী মিসরীয় বাহুলীন যন্ত্র। কিন্তু গ্রীস দেশেও উক্ত যন্ত্র এই নামে প্রচলিত ছিল। এই যন্ত্র পূর্ব্বে মৈসরদিগের ছিল, পরে গ্রীসে সমানীত হয়।

কেমানগে সোঘাইর ( KEMANGEH SOGHAIR, a stringed instrument ) একটী ততযন্ত্রবিশেষ।

কেরেণ ( KEREN, a Hebrew wind instrnment ) য়িহুদীদের একটী শৃঙ্গযন্ত্র। উক্ত জাতিদের তিনটী শৃঙ্গযন্ত্র;— "কেরেণ", "শোফার", "কাট্‌জোজেরা"। তন্মধ্যে প্রথম দুইটী বৃষ বা মেষশৃঙ্গনির্ম্মিত ও অধিক বক্র। এবং শেষোক্তটি সরল ও সার্দ্ধৈকহস্তপরিমিতদৈর্ঘ্য-বিশিষ্ট। কেরেণ যন্ত্র কখন কখন রৌপ্য প্রভৃতির দ্বারাও

নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্র জেরিকো (Jericho) ধ্বংশের সময় ব্যবহৃত হইয়াছিল, এই কথা বাইবেলের অন্তর্গত জশুয়া (Joshua) গ্রন্থের ষড়ধ্যায়ে লিখিত আছে। এইজন্য সঙ্গীতবেত্তারা ইহাকে অতিপ্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

কেল্‌টিক্ (CELTIC, a trumpet) একটী শৃঙ্গযন্ত্র। (See কারনিক্স্)

কেরাস্ (KERAS, a Grecian trumpet) একটী গ্রীসীয় শৃঙ্গযন্ত্র। (See কার্ণে)

কোকিউ (KOKIU, a Japanese stringed instrument) একটি জাপানদেশীয় ততযন্ত্র। (See কেমানগে আ গুজ)

কোটো (KOTO, a Japanese stringed instrument) একটী জাপানদেশীয় ততযন্ত্র। অঙ্গুলিগুলিতে অঙ্গুলিত্র পরিয়া ইহাকে বাজাইতে হয়। ইহা দেখিতে কতকটা "ডল্‌সিমার" ও চীনদেশীয় "কিন্" যন্ত্রের ন্যায়। (See Dulcimer and Kin)

ক্যাট্ (CAT, a stringed instrument of the Burmese) ব্রহ্মদেশীয়দের একটী ততযন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রটি বিড়ালের ন্যায় আকারবিশিষ্ট। সঙ্কোচিতপদ হইয়া বিড়াল যেমন কোন কোন সময়ে বসিয়া থাকে, ইহাও সেইপ্রকারে গঠিত এবং বিড়ালের লাঙ্গুল যেমন কখন কখন ধনুরাকারে সম্মুখদিকে হেলিয়া পড়ে, ইহাতেও সেইরূপ একটি লাঙ্গুল আছে। ঐ লাঙ্গুলের ঊর্দ্ধ হইতে পৃষ্ঠের

উপর দ্বাদশটি তার সংলগ্ন থাকে এবং ঐগুলিই বাদিত হয়।

ক্যাণ্ডেল (KANDELE, a stringed instrument common in Finland) ফিন্‌লণ্ডদেশে প্রচলিত একটি ততযন্ত্র।

ক্যাম্পানেটা ( CAMPANETTA, a group of small bells ) একপ্রস্থ ক্ষুদ্র ঘণ্টা। প্রকৃত সপ্ত স্বরে বদ্ধ থাকে এবং চাবিদ্বারা বাদিত হয়।

ক্রকচ ( KROKOCHA, a war-instrument of the ancient Hindoos ) প্রাচীন হিন্দুদিগের একটী যুদ্ধযন্ত্র। মহাভারতের অনেক স্থলে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু ইহা কোন্ জাতীয় যন্ত্র, তাহা অনুধাবন করা দুরূহ।

ক্রমো ( KROMO, a Javanese instrument of percussion ) যাবাদ্বীপবাসিগণের একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্র।

ক্রমোর্ণ ( CROMORNE, ancient name for the *fagotto* or bassoon ) ফ্যাগটো বা বাসূন যন্ত্রের প্রাচীন নাম।

ক্রম্ম্‌হর্ণ ( KROMMHORN, the name of a most ancient wind instrument ) একটি অতিপুরাতন শুষিরযন্ত্রের নাম।

ক্রাব্‌ ( CRAB, a species of castagnettes ) একপ্রকার করতালীযন্ত্রবিশেষ।

ক্রিমোনা ( CREMONA, the name of a city in Italy ) ইতালীর অন্তর্গত একটী নগরের নাম। এখানে বিস্তর প্রসিদ্ধ ব্যাহলীন যন্ত্র নির্ম্মাতার বাস ছিল। তাঁহাদের

নির্ম্মিত বাহুলীন যন্ত্রগুলি কখন কখন 'ক্রিমোনা' সংজ্ঞায় অভিহিত। এই ক্রিমোনা নগরেই বিখ্যাত নামা ষ্ট্রাডুয়ারিয়স্ (Straduarius) অমতি (Amati) এবং ষ্টীনার (Steiner) এই তিন জন বাহুলীনযন্ত্র-নির্ম্মাতা বাস করিতেন।

ক্রিম্বল (CREMBALA, an ancient musical instrument) একটী প্রাচীন সঙ্গীতযন্ত্র।

ক্রিম্বলম্ (CREMBALUM, the Jewish harp) য়িহুদীজাতীয় বীণাযন্ত্রবিশেষ।

ক্রিসেণ্ট (CRESENT, a Turkish instrument used in battles) একটী তুরুস্কদেশীয় সামরিক যন্ত্র। ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা সংযোজিত থাকে।

ক্রুজ (KROUZ, a stringed instrument of the Welsh) ওয়েল্শ্জাতিদের একটী ততযন্ত্র।

ক্রুথ্ বা ক্রোথ্ (CRUTH or CROWTH, an instrument common in Wales, resembling a violin, but mounted with six strings) ওয়েল্স্ প্রদেশে প্রচলিত বাহুলীনের ন্যায় একপ্রকার ততযন্ত্র, কিন্তু ইহাতে ছয়টী তন্ত্র সংযুক্ত থাকে। প্রাচীন কাল হইতে উক্ত প্রদেশে ইহা ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা আকারে চতুষ্কোণ ও অঙ্গুলি-স্থান (Finger-board) বিশিষ্ট। ধনুর্ব্বারা এই যন্ত্র বাদিত হয়। ইংলণ্ডে ইহাকে অপরাপর বাহুলীন (Violin) জাতীয় যন্ত্রের আদি বলা যাইতে পারে।

ক্রোটা ( CHROTTA, the corrupted name of cruth, crwth or crouth ) ক্রুথ্ যন্ত্রের নামাপভ্রংশ।

Fetis.

ক্রোড্ (CROWD, a species of fiddle ) ইহা একপ্রকার তত-যন্ত্র।

ক্রোতালম্ ( CROTALUM, a species of castagnettes ) এক-প্রকার ঘনযন্ত্র। সাইবিল ( Cybele ) দেবতার পুরোহিতগণের হস্তে এই যন্ত্র সর্ব্বদা দৃষ্ট হইত। ( See Crotala )। ক্রোতালমকে ক্রোতেল ( Crotale ) বা ক্রোতালিস্ত্রে ( Crotalistrae ) যন্ত্রও বলে। ( See Crotala and Corotal )

ক্রোতালা ( CROTALA, species of castagnettes of the Greeks ) গ্রীকদিগের ঘনযন্ত্রবিশেষ। ইংরাজদের কাষ্টানেট এবং আমাদের করতাল বা করতালী যন্ত্রের সহিত এই যন্ত্রের কতকটা কার্য্যগত সাদৃশ্য আছে। ক্রোতালাযন্ত্র দুই খণ্ডে বিভক্ত। বাদক এক এক খণ্ড এক এক হস্তে ধরিয়া, বাদ্য অথবা নৃত্য কালে তাল দিবার জন্য, একটীর উপর অপরটীর আঘাত করিয়া বাজাইয়া থাকে। এই যন্ত্রের আকার বর্ত্তুলের ন্যায় এবং কখন কখন মনুষ্যের মস্তকাকারেও গঠিত হয়। এই যন্ত্র শূন্যগর্ভ, ধাতব এবং দুইটী দণ্ড দ্বারা ধৃত। কিন্তু আমাদের দেশের করতাল যন্ত্র এরূপ নহে। উহা দুই খণ্ড গোলাকার ধাতব পদার্থে নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

(See করতাল বা করতালী)। মিসরদেশীয় এরূপ যন্ত্রকেও ক্রোতালা বলে।

ক্রোতালো ( CROTALO, an instrument like crotalum ) ক্রোতালমের ন্যায় একপ্রকার ঘনযন্ত্র। তুরুক, ফ্লরেন্স-প্রভৃতি দেশে ব্যবহৃত। এই যন্ত্রে কেবল একস্বর নিঃসারক শব্দ উৎপন্ন হয়, কিন্তু ইহাদ্বারা গীত বা বাদ্যের মাত্রা নিরূপিত হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের ধ্বনি এত উচ্চ যে, চল্লিশটী ঢকা যুগপৎ বাদিত হইলেও, তন্মধ্য হইতে ইহার শব্দ পরিষ্কাররূপে শ্রুতিগোচর হয়।

ক্রৌলি ( CROWLE, an ancient English wind instrument ) একটী প্রাচীন ইংরাজি শুষিরযন্ত্র।

ক্লানি ( KLANI, a wind instrument common in Siam ) শ্যাম-দেশের একটী শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ইহার আকার ফ্লাজিওলেটের ( Flageolet ) ন্যায়।

ক্লাভিকর্ড (CLAVICHORD, the pianoforte ) পিয়ানো-ফোর্টি যন্ত্র। ( See 1st note page 47 )

ক্লাভিয়ার অর্গ্যানম্ ( CLAVIER ORGANUM, an organized pianoforte ) একটী চাবিযুক্ত যন্ত্রবিশেষ।

ক্লাভিয়ার ইলেক্‌ট্রিক্ ( CLAVIER ELECTRIQUE, a clavier or keyed instrument, invented by De la Borde, a Jesuit ) ডি লা বোর্দ্দি নামক জনৈক জেস্থইট কর্তৃক আবিষ্কৃত একটী চাবিযুক্ত যন্ত্র।

ক্লাভিয়ার গাম্বি ( CLAVIER GAMBE, an instrument in-

vented by Hans Haydn, in 1709 ) একপ্রকার সঙ্গীত-যন্ত্র। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দে হাঁস হেন্ কর্ত্তৃক ইহা আবিষ্কৃত।

ক্লাভিসিথেরিয়ম্ ( CLAVICITHERIUM, the spinet ) স্পিনেট্ যন্ত্র। ইহাকে ক্লাভিয়ার হার্ফি ( *Clavier harfe* ) এবং ক্লাভিয়ার সিথার ( Clavier cither )ও কহে। ( See 1st. note p. 47 )

ক্লাভিসিন্ ( CLAVECIN or CLAVESSIN, a species of French spinet and it is also called harpsichord ) এক-প্রকার ফ্রান্সদেশীয় স্পিনেটযন্ত্র এবং ইহাকে হার্পসিকর্ড যন্ত্রও কহে। বোধ হয় খৃষ্টীয় ১৫ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই ক্লাভিসিন যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। ইহা জর্ম্মনি দেশের ক্লাভিসিম্বল ( এখন আর তাহার ব্যবহার নাই ) এবং ইতালী দেশের সিম্বালো। ( See Clavicimbel and Symbalo )

ক্লাভিসিন্ অকৌষ্টিক্ এবং ক্লাভিসিন্ হার্ম্মনিউ ( CLAVESIN ACOUSTIQUE and CLAVECIN HARMONIEUX, are two stringed instruments, of which the first was invented in the year 1771, and the other in 1777 ) দুইটী ততযন্ত্র। তন্মধ্যে প্রথমটি ১৭৭১ এবং অন্যটি ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

ক্লাভিসিন্ এ পিউ ডি বফল ( CLAVECIN A PEAU DE BUFFLE, a species of harpsichord ) একপ্রকার তত-যন্ত্র। ইহাতে চার্ম্মিক জিহ্বিকা-নির্ম্মিত তাড়নী সকল

( Leather-tongued jacks ) আছে। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে এই যন্ত্রের সৃষ্টি হয়।

ক্লাভিসিন্ রয়েল্ ( CLAVECIN ROYAL, a pianoforte ) একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহাতে ছয়টী বিভিন্ন সঙ্গীত যন্ত্রের স্বর অনুকৃত হয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে গট্লব ওয়াগ্নার ( Gottlob Wagner ) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত।

ক্লাভিসিম্বলম্ (CLAVICIMBALUM, an ancient musical stringed instrument, with thirty strings placed perpendicularly ) একটী প্রাচীন ততযন্ত্র। ইহাতে সমান্তরাল ভাবে ত্রিশটী তন্ত্র সংযোজিত থাকিত।

ক্লাভিসিম্বালো (CLAVICIMBALO, the harpsichord) হার্প-সিকর্ড যন্ত্র।

ক্লাভিসিম্বেল ( CLAVICIMBALE a stringed instrument ) একটী ততযন্ত্র। ( See ক্লাভিসিন )

ক্লায়রণ্ ( CLAIRON, the trumpet ) শৃঙ্গযন্ত্র। ( See ক্লারিণো )

ক্লারিকর্ড বা মণিকর্ড ( CLARICHORD or MANICHORD, a musical instrument, in the form of a spinet ) স্পিনেটের আকারগত একটী সঙ্গীত যন্ত্র। ( See স্পিনেট )

ক্লারিওন্ ( CLARION ),

ক্লারিওনেট ( CLARIONET ),

ক্লারিওনেটি ( CLARIONETTE ),

ক্লারিওনেটো ( CLARIONETTO ),

ক্লারিন্ ( CLARIN ),
ক্লারিনেট ( CLARINET ),
ক্লারিনেটো ( CLARINETTO ) এবং
ক্লারিণো ( CLARINO, these are the well known wind instruments almost of the same kind, but for the variety in tone and form they are designated under these different names ) এই সমুদয় যন্ত্রগুলি প্রায় একবিধ শুষিরযন্ত্র. কেবল শব্দ ও গঠনের তারতম্যানুসারে ইহাদের পরস্পর বিভিন্ন নাম হইয়াছে। এই যন্ত্রগুলি শৃঙ্গজাতীয় শুষির যন্ত্রের মধ্যে পরিগণিত। ক্লারিওন্ অথবা ক্লারিন্ হইতে উক্ত জাতীয় সাধারণ যন্ত্রাপেক্ষা অধিকতর তীব্র স্বর সমুদ্গত হইয়া থাকে। ক্লারিনেটে একটী ( Reed ) থাকে। ইহা ত্রিবিধ;—সি ( C ) অথবা ষড়জ, এ ( a ) অথবা ধৈবত এবং বি-ফ্লাট্ ( B-flat ) অথবা কোমল নিষাদ। অর্থাৎ এই এক একটা স্বর দিয়া উহাদের এক একটীর স্বরগ্রাম আবদ্ধ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন আর একপ্রকার ক্লারিওনেট আছে, তাহার নাম বাস ক্লারিওনেট ( Bass clarionet )। ক্লারিণো আবার আর একটা অর্গ্যান ষ্টপ্ ( Organ stop ) অর্থাৎ অর্গ্যানযন্ত্রের বন্ধনীবিশেষ। তাহার দৈর্ঘ্য চারি ফুট এবং তাহা কাংস্যের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

ক্লারো ( CLARO, the abbreviated name of clarino ) ক্লারিণোযন্ত্রের সংক্ষিপ্ত নাম।

ক্লার্টো ( CLARTTO, the abbreviated name of clarinetto ) ক্লারিনেটো যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত নাম।

ক্লেপ্‌সিদ্রা ( CLEPSYDRA, an instrument originally used to measure time, by the fall of a given quantity of waters ) একপ্রকার কালমাপক যন্ত্রবিশেষ। ইহাতে কতকটা পরিমিত জল ঢালিয়া রাখিলে, ঐ জল ক্রমে ক্রমে পতিত হইয়া পূর্ব্বকালে সময় নিরূপিত হইত। কেহ কেহ বলেন, মিসরবাসীরা ইহার আবিষ্কারক; আবার কাহার কাহার মতে গ্রীক্‌দের দ্বারা ইহা আবিষ্কৃত। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, ভারতবর্ষই ইহার সৃষ্টিভূমি। কারণ বহুকাল পূর্ব্ব হইতে আমাদের দেশে এইরূপ কালমাপক 'জল-ঘটিকা' বা 'জল-ঘড়ি' সৃষ্ট হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন একটী সচ্ছিদ্র নির্দ্দিষ্ট পাত্রে বালুকা রাখিয়াও এদেশে কাল বিভাজনক্রিয়া সম্পাদিত হইত। এখনো কোন কোন স্থানে এরূপ দেখা যায়। ( See p. 110 )। ক্লেপ্‌সিদ্রার সহিত আমাদের উক্ত যন্ত্রের যদিও আকারগত বিভিন্নতা অনুমিত হয়, কিন্তু গুণসম্বন্ধে একপ্রকার।

ক্লোচেট ( CLOCHETTE, a small bell ) ক্ষুদ্র ঘণ্টা।

ক্ল্যাপেন্ ফ্লুজেন্ হর্ণ ( KLAPPEN FLUGEN HORN, the keyed bugle ) সকুঞ্চিক ব্যুগল যন্ত্র। ( See ব্যুগল )

## খ

খঙ্‌-নঙ্ ( KHONG-NONG, a metalic instrument common

in Siam ) একপ্রকার শ্যামদেশীয় ঘনযন্ত্র। একটী বংশ নির্ম্মিত ফ্রেমে কতকগুলি ঘণ্টিকা সংলগ্ন করিয়া এই যন্ত্র গঠিত হয় এবং রাণ-নান ( Ran-nan ) নামক তদ্দেশীয় আর একটী যন্ত্রের সহিত ইহা বাদিত হইয়া থাকে।

খঞ্জনী বা খঞ্জরী ( KHANJANI or KHANJARI, a small instrument of percussion, common in Hindoostan ) একটি ভারতবর্ষীয় ক্ষুদ্র আনদ্ধ যন্ত্রবিশেষ। ইহা একটী আধুনিক যন্ত্র। একটী অখণ্ডিত চক্রাকার কাষ্ঠ খণ্ডের এক মুখে ছাগাদির চর্ম্ম-আচ্ছাদন পূর্ব্বক এই যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। দেখিতে সুন্দর হইবে বলিয়া ঐ কাষ্ঠাবরণের বহির্ভাগ বিভিন্নপ্রকার বর্ণে রঞ্জিত করিতে হয়। খঞ্জনী তিন চারি প্রকার। বাদনকালে সুশ্রাব্য হইবে বলিয়া কোনটিতে ক্ষুদ্র করতালী, কোনটিতে ঘুংগুরগুচ্ছ সংযোজিত থাকে। সচরাচর ভিক্ষুকেরাই এই যন্ত্র বাজাইয়া গান করে। খঞ্জনীবাদনে বঙ্গদেশীয় এক এক জন ব্যক্তি এরূপ কৃতী যে, তাহাদের বাদনকৌশল দেখিলে বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। তাহারা নানা প্রকারের অনেকগুলি খঞ্জনী হস্তে, পদে, বগলে, গ্রীবায় এবং মস্তকে ধারণ করিয়া বিবিধ তালে যুগপৎ বাজাইতে পারে, এবং কখন অঙ্গুলির আঘাতে, কখন পরস্পর খঞ্জনীর আঘাতে ভিন্নপ্রকার বোল বাজাইয়া থাকে। আবার "অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ" "ভেট্‌কী মাছের ছোট কাঁটা" প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ মুখে উচ্চারণ করিয়া,

সেইগুলি খঞ্জনীতে পরিষ্কাররূপে না হউক, অনেকাংশে নির্গত করিতে সক্ষম। এইরূপ খঞ্জনীবাদকদের খঞ্জনীগুলি প্রায় সর্পচর্ম্মেই আচ্ছাদিত দেখা যায়।

খট্‌তাল বা খট্‌তালী ( KHATTAL or KHATTALI, the instruments of the castagnettes kind common in Hindoostan ) ভারতবর্ষপ্রচলিত ঘনযন্ত্রবিশেষ। ( See ps. 106 and 108 )

খমক ( KHAMAKA, a recent percussive instrument of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একটী আধুনিক আনদ্ধযন্ত্র। ইহা গ্রাম্য যন্ত্রের শ্রেণিভুক্ত।

খরতালী ( KHARATALI, the metalic instruments of the Hindoos ) হিন্দুদিগের ঘনযন্ত্রবিশেষ। ইহা সভ্যযন্ত্রের মধ্যে গণনীয়। লৌহ, ইস্পাৎ বা কাংস্যদ্বারা এই যন্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে। খারতালিকেরা দুই হস্তে এই যন্ত্রের দুই যোড়া লইয়া ইহার বাদনক্রিয়া সম্পাদন করেন। তন্মধ্যে হস্তের শিরাসঞ্চালনে ইহা হইতে যে একপ্রকার অনুরণন উৎপন্ন হয়, তাহা অতিশয় মধুর ও কৌশলসম্ভূত। এই যন্ত্র অনুগতসিদ্ধ, এইজন্য ঐকতানাদি বাদনের সময় ব্যবহৃত হয়। ইহার বাদন শ্রবণে অনেক ইউরোপীয় ব্যক্তিকে বিশিষ্টরূপ আহ্লাদিত হইতে দেখা যায়।

খিতারা ( KHITARA, a stringed instrument of the

ancient Greeks ) প্রাচীন গ্রীক্‌দের একটী ততযন্ত্র। ( See কিতারা and p. 21 )

খোর্‌দক্‌ ( KHOREDUK, an instrument of percussion common in Hindoostan ) ইহা ভারতবর্ষপ্রচলিত আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। ( See p. 104 )

খোল ( KHOLE, an instrument of percussion of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। ইহার আকার প্রায় মৃদঙ্গের ন্যায়। ( See p. 96 )। কিন্তু তাহার ন্যায় ইহার খোলটি কাষ্ঠের না হইয়া মৃত্তিকার হইয়া থাকে। এবং ইহাতে মৃদঙ্গের ন্যায় স্বরবন্ধনোপযোগী গুল্মও থাকে না। এই যন্ত্র মাঙ্গল্যযন্ত্র সমূহের মধ্যে পরিগণিত। ( See ps. 94 and 95 )। বিশেষতঃ বঙ্গদেশে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যেই ইহার সমধিক সমাদর।

## গ

গঙ্‌ ( GONG. an Indian musical instrument of percussion, of a most extraordinary vibration ) ইহা ভারতবর্ষীয় প্রসিদ্ধ ঘনযন্ত্রবিশেষ। ইহার অনুরণন বহুক্ষণস্থায়ী এবং শব্দ বহুদূরব্যাপী। সচরাচর ইহাকে ঘড়ী কহে এবং ইহা ইউরোপে ঘঙ্‌ বলিয়া পরিচিত ( See pages 106 and 108 and Dictionary of Music by J. F. Danneley )। কারল এঙ্গেল ( Carl Engel ) সাহেব বলেন

প্রাচীন মৈসরদিগেরও এইরূপ যন্ত্র ছিল। উহা হস্তিদন্তের অথবা কাষ্ঠের মুদ্গরদ্বারা বাদিত হইত।

গঙ্-গঙ্ ( GONG-GONG, an African instrument of percussion ) আফ্রিকীয় ঘনযন্ত্রবিশেষ। ইহা লৌহনির্ম্মিত এবং লৌহদণ্ডদ্বারা বাদিত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের ঘড়ির সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে। ( See গঙ and ঝাঁঝর )

গজ্‌লা (GUZLA, a musical instrument mounted with one string made of horse-hair ) অশ্বপুচ্ছের একতন্তুবিশিষ্ট ততযন্ত্রবিশেষ।

গাম্বং বা গাম্বংকায়ু ( GAMBUNG or GAMBUNGKAYU an instrument of percussion, common in Malay and Indian Archipelago ) একপ্রকার স্বতঃসিদ্ধ আনদ্ধযন্ত্র। মালাই দেশে এবং ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই যন্ত্রের বিশেষ প্রচলন দৃষ্ট হয়।

গাম্বং গংস (GAMBUNG GANGSA, an instrument like an European harmonia ) এই যন্ত্র দেখিতে অনেকটা ইউরোপীয় হার্‌মোণিয়া যন্ত্রের ন্যায়। ইহাতে ধাতব সারণা বা সারিকা ( key ) আবদ্ধ থাকে। ইহাতে পঞ্চ স্বরে গ্রাম বদ্ধ হয়।

গাম্বা ( GAMBA, an ancient stringed instrument ) একটী প্রাচীন ততযন্ত্র। এক্ষণে ইহার পরিবর্ত্তে ভায়োলিনসেলো ( Violincello ) ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাদ-

কের বাহুদ্বয়মধ্যে ধৃত হইয়া বাদিত হইত বলিয়া ইহার এইরূপ সংজ্ঞা। এই যন্ত্রের আর একটী নাম ভায়োল ডা গাম্বা ( Viol da Gamba )।

গালোবেট ( GALOUBET; a wind instrument with three stops ) একটী ত্রিবন্ধনিবিশিষ্ট শুষিরযন্ত্র। এক্ষণে ইহা অপ্রচলিত, কিন্তু কখন কখন ফ্রান্স দেশে লক্ষিত হয়।

গিংগ্রাস্ (GINGRAS, a kind of wind instrument) একপ্রকার শুষিরযন্ত্র। ইহা কেরিয়া এবং সাইপ্রাস্ দ্বীপে প্রচলিত। তত্তদ্দেশের আদোনিস্ নামক দেবতার উদ্দেশে করুণরসাত্মক সঙ্গীত গায়িবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গিংগ্লারস্ ( GINGLARUS, an Egyptian small flute ) একটী মিসরদেশীয় ক্ষুদ্র শুষিরযন্ত্র।

গিগা ( GIGA, an unused stringed instrument ) একটী অপ্রচলিত ততযন্ত্র।

গিটিথ্ ( GITTITH, a stringed instrument of the Hebrews )য়িহুদীদিগের একপ্রকার ততযন্ত্র। কথিত আছে বাইবেলধৃত গীতাবলীর ( Psalms ) সঙ্গে উক্ত যন্ত্র বাদিত হইত। কিন্তু কেহ কেহ বলেন উক্ত নামে য়িহুদীদিগের কোন এক বাদ্য বা অভিনয়কে বুঝায়।

গিতার বা গিতারা (GUITAR or GUITRA, called in former days the cittern, mounted with six double rows of strings made of wire ) একপ্রকার ততযন্ত্র। পূর্ব্বকালে ইহাকে

সিতার্ণ বলিত। এই যন্ত্র ষড়দ্বিগুণীকৃততারসম্বদ্ধ। ( See pages 20 and 21 )।

গিনথ্ (NGINOTH, the general name for all stringed instruments of the ancient Hebrews ) প্রাচীন য়িহুদীদের সমুদয় ততযন্ত্রের সাধারণ নাম।

গুইম্বার্ডি ( GUIMBARDE, the Jews'-harp ) য়িহুদীদিগের বীণাযন্ত্র।

গুডক্ ( GUDAK, a violinkind instrument of the Russians, but not good ) রুষীয়দিগের একটী বাহুলীন-জাতীয় যন্ত্র, কিন্তু উত্তম নহে। ইহাতে তিনটী তন্তু যোজিত থাকে।

গুস্লি ( GUSSLI, a very ancient stringed instrument of the inhabitants of Russia ) ইহা রুসিয়াবাসীদিগের অতি-প্রাচীনজাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ। ইহার আকার অবিকল ফিন্লণ্ডবাসীদিগের কান্তেলি যন্ত্রের ন্যায়। ( See কান্তেলি )। এখন ইহার সমধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে—অনায়াসে দুই তিন সপ্তক বাদিত হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বে কান্তেলির ন্যায় ইহাতে পাঁচটীমাত্র তার যোজিত থাকিত।

গুসি ( GUSSI, a harpkind instrument of the Russians ) রুসীয়দের হার্পজাতীয় যন্ত্রবিশেষ। (See গুস্লি )

গোমুখ ( GOMUKHA, a most ancient war-instrument of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একটি অতিপ্রচীন যুদ্ধযন্ত্র।

ইহা কুটিলাকার বাদ্যভাণ্ডবিশেষ। মূল রামায়ণ ও মহাভারতের অনেক স্থলে ইহার উল্লেখ আছে।

গোরাঃ (GORAH, a stringed instrument of the Hotenttots) হটেন্টট্ জাতিদের একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহার আকার প্রকার দেখিলে প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত বলিয়া বোধ হয়।

গোশৃঙ্গ (GOSHRINGA, a most ancient wind instrument of the Hinddoos, made by cow-horn) ইহা হিন্দুদিগের একটী অতিপ্রাচীন শুষিরযন্ত্র। গোশৃঙ্গে নির্ম্মিত বলিয়া ইহার এইরূপ সংজ্ঞা। মহাদেব পিনাকাদি যন্ত্রের ন্যায় ইহারও প্রিয় ছিলেন। মহাভারতাদি প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থে ইহার অনেক উল্লেখ আছে। পূর্ব্বে সমরসংঘটন-কালে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। এখনো ভারতবর্ষে ইহার প্রচলন দেখা যায়।

গৌদক (GOUDAK, a Russian stringed instrument) ইহা রুসীয় ততযন্ত্রবিশেষ। (See গুডক্)

গ্রস্ টাম্বোর (GROS TAMBOUR, a large drum) এক-প্রকার বৃহৎ জয়ঢাক।

গ্রাসি কৈসি (GROSSE CAISSE, a name of large drum) বৃহড্ঢক্কার অন্যতর নাম।

গ্রাণ কাসা (GRAN CASSA, a large drum) বৃহজ্জয়ঢক্কা-বিশেষ।

গ্রিলট (GRELOTS, the metalic instrument common in

France ) ফ্রান্স দেশের একপ্রকার ঘনযন্ত্র এবং দেখিতে আমাদের ক্ষুদ্র ঘণ্টিকার ন্যায়। ( See ক্ষুদ্র ঘণ্টা )। জর্ম্মণি দেশে ইহাকে শেলেন বলে। অশ্বের সজ্জার সঙ্গে নিকটবর্ত্তী দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উক্ত উদ্দেশে এরূপ যন্ত্র আমাদের দেশে গরুর গলায় এবং পশ্চিমাঞ্চলে এক্কা গাড়ির অশ্বের সজ্জার সঙ্গে আবদ্ধ থাকে। এই যন্ত্র জাপান-দেশীয় সিঝ্রিও নামক যন্ত্রের ন্যায়। মেক্সিকো ও মিসরবাসীদের ধর্ম্মমন্দিরে ইহা সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

গ্রেভ্ সিম্বলম্ ( GRAVE CYMBALUM, the ancient name of harpsichord ) হার্পসিকর্ড যন্ত্রের প্রাচীন নাম।

গ্লাস্কর্ড ( GLASS-CHORD, a clavier musical instrument) একটী চাবিযুক্ত বাদ্যযন্ত্র। ইহাতে তন্তুর পরিবর্ত্তে কাচসারিকা সংযুক্ত থাকে। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জনেক জর্ম্মণ কর্ত্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

## ঘ

ঘড়ি বা ঘড়ী ( GHARRI or GHARREE, the Indian gong ) কাংস্যাদি ধাতুনির্ম্মিত চক্রাকার যন্ত্রবিশেষ। ইহা ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রভৃতি নানাপ্রকারের হইয়া থাকে। ( See p. 109 and গঙ্ )। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এই যন্ত্রকে থালা (Thalla) কহে। ( See থালা )

ঘণ্টা ( GHUNTA, the very ancient Indian bell ) ভারতবর্ষীয় ঘনযন্ত্রবিশেষ। ( See p. 106 )। এই যন্ত্র কাংস্য

এবং পিত্তলনির্ম্মিত হয়। ইহা ভারতবর্ষে অতিপ্রাচীন কাল হইতে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ঘণ্টাযন্ত্র দুই প্রকার;—ক্ষুদ্র ঘণ্টা বা কর-ঘণ্টা এবং বৃহৎ ঘণ্টা বা জয়ঘণ্টা। দেবপূজা প্রভৃতি মাঙ্গল্যকার্য্যে হিন্দুগণ কর-ঘণ্টা ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং ভূপালগণের পুরদ্বার ও তোরণে জয়ঘণ্টা আলম্বিত থাকে। পূর্ব্বে যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষীয় বীর রাজগণ হস্তির উদর নিম্নে জয়ঘণ্টা বাঁধিয়া সামরিক বাদ্যের অঙ্গপূরণ করিতেন। ধর্ম্মযাজকেরা দেবমন্দিরেও জয়ঘণ্টা লম্বিত করিয়া রাখেন। এতদ্ভিন্ন অপরাপর কার্য্যেও জয়ঘণ্টা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (See জয়ঘণ্টা)। ভারতবর্ষীয় পূর্ব্বতন ঋষিগণ সচরাচর ঘণ্টা ব্যবহারের বিধিনির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ঘণ্টাবাদ্য ব্যতীত তাঁহাদিগের বিধানে আর্য্যজাতির মাঙ্গল্য ক্রিয়া কখনই পূর্ণাবয়বে সম্পাদিত হইতে পারে না। যদি দেবপূজাদির সময়ে অন্য বাদ্য ঘটিয়া না উঠে, কিন্তু ঘণ্টানিনাদ অবশ্যই করণীয়। এইজন্য স্মৃতির একস্থানে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে যে, "সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা বাদ্যাভাবে নিযোজয়েৎ।" এই শ্লোকার্দ্ধে ইহাই প্রতীতি হইতেছে যে, হিন্দুমাত্রেরই গৃহে ঘণ্টা যন্ত্র থাকা এবং বাদিত হওয়া উচিত। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ প্রভৃতি আর্য্যজাতির প্রচীন ধর্ম্ম শাস্ত্র সমূহেও ঘণ্টামাহাত্ম্য বিশদরূপে লিখিত আছে। স্কন্দপুরাণে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদে লিখিত হইয়াছে যে,

"স্নানার্চ্চনক্রিয়াকালে ঘণ্টানাদং করোতি যঃ।
পুরতো বাসুদেবস্য তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥
বর্ষকোটিসহস্রাণি বর্ষকোটিশতানি চ।
বসতে দেবলোকে তু অপ্সরোগণসেবিতঃ ॥
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা কেশবস্য সদা প্রিয়া।
বাদনাল্লভতে পুণ্যং যজ্ঞকোটিসমুদ্ভবং ॥
বাদিত্রনিনদৈস্তূর্য্যগীতমঙ্গলনিঃস্বনৈঃ।
যঃ স্নাপয়তি গোবিন্দং জীবন্মুক্তো ভবেদ্ধি সঃ ॥
বাদিত্রাণামভাবেতু পূজাকালে হি সর্ব্বদা।
ঘণ্টাশব্দো নরৈঃ কার্য্যঃ সর্ব্ববাদ্যময়ী যতঃ ॥
সর্ব্ববাদ্যময়ী ঘণ্টা দেবদেবস্য বল্লভা।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ঘণ্টানাদন্তু কারয়েৎ ॥
মন্বন্তরসহস্রাণি মন্বন্তরশতানি চ।
ঘণ্টানাদেন দেবেশঃ প্রীতো ভবতি দেবশঃ ॥"

ইহাতে কি বোধ হয়? প্রাক্তন বহুদর্শী মনীষিগণ একটী যন্ত্রসম্বন্ধে এতদ্রূপ বাগ্‌বিন্যাস কি ক্ষিপ্ততানিবন্ধন করিয়াছেন? তাহা কখনই নহে। অবশ্য ইহার অন্তস্তলে একটী গূঢ়াভিপ্রায় নিহিত আছে। আমাদের বোধ হয়, সর্প প্রভৃতি খল জন্তুগণের ভীতি উৎপাদন পূর্ব্বক তাহাদিগকে দূরে তাড়িত করিবার জন্যই মুহুর্মুহু ঘণ্টাধ্বনির বিষয় এরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। ঘণ্টা যন্ত্রের শব্দ যেরূপ উচ্চ ও তীব্র তাহাতে এরূপ বিবেচনা অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয় না। আবার সর্পারি গরুড়-মূর্ত্তিধৃত ঘণ্টার বিষয়ও যখন উল্লিখিত শাস্ত্রাদিতে

লক্ষিত হইতেছে, তখন এই যন্ত্রবাদনের এইরূপ অর্থ-বোধ প্রকৃত বলিয়া জানা অমূলক নহে। মাঙ্গল্যকার্য্যে শঙ্খ, কাঁসর, ঘড়ি, ঝাঁঝর ইত্যাদিযন্ত্রেরও ব্যবহার এই-রূপ অভিপ্রায়ে প্রচলিত হইয়াছে। আমাদের দেশে ধারণদণ্ডহীন ছোট ছোট ঘণ্টাগুলি গরু, ছাগল প্রভৃতি গার্হস্থ্য পশুদিগের গলদেশে আবদ্ধ থাকে। ( See গ্রিলট্ )

ঘণ্টিকা ( GHUNTIKA, a small bell common in India ) ইহা একটী ক্ষুদ্র ঘনযন্ত্রবিশেষ। পশুদিগের গলদেশে এবং অন্যান্য মাঙ্গল্য কার্য্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ( See ঘণ্টা and ক্ষুদ্র ঘণ্টা )

ঘর্ঘরা ( GHURGHARA, a stringed instrument of the ancient Hindoos ) প্রাচীন হিন্দুদের একপ্রকার বীণা-যন্ত্র।

ঘর্ঘরা বা ঘর্ঘরিকা (GHURGHARA or GHURGHARIKA, the Indian small bells used on some ornaments of the children ) অস্মদ্দেশীয় শিশুদিগের কটিভূষণে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। সুবর্ণ বা রৌপ্যে ইহা নির্ম্মিত। ইহার আর একটী নাম কিঙ্কিণী ( Kingkini )। ঘর্ঘরা শব্দের অপভ্রংশ ঘাঘর।

ঘর্ঘরিকা বা ঘর্ঘরী (GHURGHARIKA or GHURGHAREE,

a musical instrument of the ancient Hindoos ) প্রাচীন হিন্দুদিগের একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র।

ঘিরিফ ( GHIRIF, a Turkish wind instrument ) একটী তুরুষ্কদেশীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

William C. Stafford's *Oriental Music.*

ঘুংগুর বা ঘুমুর ( GHUNGUR or GHUMUR, the Indian ankle bells ) ইহা একপ্রকার ভারতবর্ষীয় ঘনযন্ত্র। নর্ত্তক বা নর্ত্তকীগণ ইহার কতকগুলি সূত্রগুচ্ছিত করিয়া পাদমূলে বন্ধন করত নৃত্যের সময় ব্যবহার করে। ঘুংগুর যন্ত্র সাধারণতঃ দুই প্রকারের দৃষ্ট হয়। একপ্রকার ক্ষুদ্রজাতীয়, উহাই নর্ত্তকদলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং অপেক্ষাকৃত বড়গুলি মেষ, কুক্কুর, ছাগল, বিড়াল প্রভৃতি গ্রাম্য পশুদিগের কণ্ঠে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়। কর্ণেল পি, টি, ফ্রেঞ্চ ( Col. P. T. French ) সাহেব বলেন, ভারতবর্ষের পাদচারী পত্রবাহকেরা স্ব স্ব পত্রাধারবহনদণ্ডাগ্রে ঘুংগুরগুচ্ছ আবদ্ধ করিয়া যাতায়াত করে। দ্রুতবেগে গমনকালে উক্ত গুচ্ছ হইতে যে শব্দ নির্গত হয়, তাহা শুনিয়া শৃগালাদি রাত্রিচর শ্বাপদেরা পলাইয়া যায়, এবং অনন্যসঙ্গ পত্রবাহকেরও সেই শব্দ কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া কতকটা পথশ্রম অপনীত হয়।

Col. P. T. French's *Catalogue of Indian musical instruments,* from the Proceedings of the Royal Irish Accademy. Vol. IX. Part I.

ঘুন্টিকা বা ঘুন্টী ( GHOONTIKA or GHOONTEE, the Indian ankle bells ) ভারতবর্ষীয় ঘনযন্ত্রবিশেষ। ঘুট শব্দে পাদগ্রন্থি, তাহাতে আবদ্ধ করিয়া এই যন্ত্র ব্যবহৃত হয় বলিয়া, ইহার ঘুন্টিকা বা ঘুন্টী এইরূপ নাম হইয়াছে। ( See ঘুংগুর বা ঘুমুর )

## চ

চর্‌কী ( CHARKI, an Indian instrument made by a piece of wood ) একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত ভারতবর্ষীয় যন্ত্র। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকারা ইহা ব্যবহার করে।

চর্চ্চরী ( CHARCHARI, an instrument of percussion of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একটী আনদ্ধযন্ত্র। ( See p. 2 )

চৎসৎসরথ্ ( CHATSOTSEROTH, a wind instrument of the ancient Hebrews ) প্রাচীন হিব্রুদিগের একটী শুষিরযন্ত্রবিশেষ। ধর্ম্মপরায়ণ মূসা ( Moses ) ইহা ব্যবহার করিতেন।

Numbers, x. 2. &c.

চলুমিউ (CHALUMEAU, an ancient wind instrument made of wood; also of the reed kind, made of pewter ) একটী কাষ্ঠ ও টিনমিশ্রিত সীসক ধাতুনির্ম্মিত প্রাচীন শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

চসস্‌রা ( CHASOSRA, a Hebrew wind instrument ) একটী য়িহুদিজাতীয় শুষিরযন্ত্র। ( See চৎসৎসরথ্ )

চাটজোজেরা ( CHATZOGERAH, a Hebrew trumpet )

একটী য়িহুদিজাতীয় শৃঙ্গযন্ত্র। ( See কেরেণ and p. 83 )

চালেম্পঙ ( CHALEMPUNG, a well known stringed instrument common in Java Island ) যাবাদ্বীপে প্রচলিত একপ্রকার ততযন্ত্র। ইহাতে ১০টী হইতে ১৫টী পর্য্যন্ত তন্ত্র যোজিত থাকে এবং হার্প যন্ত্রের ন্যায় বাদিত হয়।

*Music and dancing,* by Crafawrd, Esqr, from the History of the Indian Archipelago. Vol. I.

চি ( CHE, a Chinese instrument mounted with twenty five silk strings) চৈনদিগের পঁচিশটী রেসম-সূত্র-জাত তন্ত্রবিশিষ্ট যন্ত্রবিশেষ।

William C. Stafford's *Oriental Music.*

চিং ( CHING, a name of Chinese Cheng ) ইহা চৈন 'চেং' যন্ত্রের একটী নাম। ( See চেং )

Ibid.

চিকারা ( CHIKARA, an Indian stringed instrument ) একটী ভারতবর্ষীয় ততযন্ত্র।

চিত্রবীণা ( CHITRABINA, an ancient stringed instrumen of the Hindoos ) হিন্দুদিগের একটী পুরাতন ততযন্ত্র বিশেষ। সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতদর্পণে ইহার উল্লেখ আছে।

চিন্নর ( CHINNOR, a Hebrew stringed instrument ) একটী হিব্রু জাতীয় ততযন্ত্র। ইহার আর একটী নাম কিন্নর ( Kinnor )। (See কিন্নর)

চেং ( CHENG, a Chinese musical instrument ) একটী চীন জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। ইহার আকার একটী বাক্সের ন্যায়। তাহার মধ্যভাগে কতকগুলি নল যোজিত থাকে। প্রত্যেক নলে ইউরোপীয় অর্গ্যান অথবা আকর্ডিয়ন্ যন্ত্রের ন্যায় এক একটী ধাতব জিহ্বাকৃতি সম্বদ্ধ করা হয়। এই যন্ত্র মুখ দিয়া বাদিত হইয়া থাকে। নল সমূহের গাত্রে যে সকল ছিদ্র থাকে, বাদক বাজাইবার সময় আবশ্যকমতে তাহাতে অঙ্গুলি বসাইয়া থাকেন।

চেলিস্ ( CHELIS, a harpkind instrument of the ancient Greeks ) প্রাচীন গ্রীক্দিগের একটী বীণাজাতীয় যন্ত্র।

William C. Stafford.

চৌতারা ( CHOWTARA, an Indian stringed instrument mounted with four strings ) ভারতবর্ষীয় তান্পূরাজাতীয় একটী ততযন্ত্র। ইহাতে চারিটী তার আবদ্ধ থাকে। ইহা অতি প্রাচীন ও গ্রাম্যযন্ত্র। ইহার দণ্ড সচরাচর বংশেরই হইয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলের ও দাক্ষিণাত্যের গ্রাম্যদেশের ভিক্ষাজীবীরাই ইহার সমধিক ব্যবহার করে। একতন্ত্রী অর্থাৎ একতারার অনুকরণেই এই যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে। ( See p. 62 )

চ্যাং ( CHANG, a harpkind instrument of Persia ) পারস্য

দেশের একপ্রকার হার্প জাতীয় ততযন্ত্রবিশেষ। আরব দিগের এরূপ যন্ত্রের নাম জুঙ্ক। ( See জুঙ্ক )। কিন্তু এ উভয়বিধ যন্ত্রের এখন আর ব্যবহার নাই। লেন ( Lane ) সাহেব এরূপ যন্ত্রের দুই খানি ছবি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার আনুমানিক সিদ্ধান্তে এই দুইটী যন্ত্র চারি শত বৎসরের হইবে। ইহাদের আকার পূর্ব্বাঞ্চলীয় হার্প জাতীয় অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায়।

Ousley.

চ্যালিল (CHALIL, a Hebrew flute of the chalumeau species) হিব্রুদিগের চলুমিউজাতীয় শুষিরযন্ত্রবিশেষ।

## জ

জগঝম্প ( JOGOJHUMPA, an instrument of percussion common in India ) ভারতবর্ষ প্রচলিত একটী আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। ( See p.162 )

জয়ঘণ্টা ( JOYGHUNTA, the ancient largest bell of the Hindoos ) হিন্দুদিগের প্রাচীন বৃহত্তম ঘণ্টাযন্ত্র। দেবমন্দিরে এবং রাজতোরণে এই যন্ত্র ঝুলান থাকে। পূর্ব্বে যুদ্ধের সময় ইহা সমরক্ষেত্রেও বাদিত হইত। ( See ঘণ্টা)। ইউরোপীয়জাতিরা গির্জা প্রভৃতি উচ্চস্থানে বড় বড় ঘটিকা যন্ত্রের বাদনশব্দ বহুদূর হইতে শ্রুত হইবার নিমিত্ত উক্ত যন্ত্রের সহিত এইরূপ যন্ত্র সংলগ্ন করিয়া রাখেন। সুতরাং যান্ত্রিক মুদ্গরদ্বারা ইহা বাদিত হইয়া সময় জ্ঞাপিত হয়।

জয়ঢক্কা ( JOYDHACCA, the largest and ancient drum of the Hindoos ) হিন্দুদিগের বৃহত্তম ও পুরাতন আনদ্ধযন্ত্র। ইহা পূর্ব্বে যুদ্ধ সময়ে ব্যবহৃত হইত—এক্ষণে শক্তিপূজা ও শিবের গাজনে বাদিত হইয়া থাকে। ( See p. 100 )

জয়শৃঙ্গ (JOYSHRINGA, the largest trumpet of the Hindoos) হিন্দুদিগের সর্ব্ববৃহৎ শৃঙ্গযন্ত্র। পূর্ব্বতনকালে ইহা সামরিক যন্ত্র ছিল—এক্ষণে অন্যান্য মাঙ্গলিক ক্রিয়োপলক্ষভেদে ব্যবহৃত হয়। ইহার আর একটী নাম রণশৃঙ্গ। ( See p. 84 )

জরুণা ( ZURNA, a wind instrument of the Turks used in battles ) তুরুষ্কদেশীয়দের একটী সামরিক শুষিরযন্ত্র। ইহার অবয়ব ও স্বর ইংরাজি ওবয়ের ন্যায় ( See কাবা-জরুণা and ওবয় )

জলভাণ্ড বা ভুড়ভুড়ী ( JALABHAUDA or BHURRBHURRI, an Indian instrument for children ) একটী ভারতবর্ষীয় বালযন্ত্র। ছোট ছোট শিশুরা ইহা লইয়া ক্রীড়া করে। মুসলমানদের বদ্‌নার ন্যায় আকারবিশিষ্ট একটী মৃণ্ময় সনল ক্ষুদ্র ভাণ্ডে কতকটা জল রাখিয়া ঐ নলে ফুৎকার দিলে ইহার মধ্য হইতে একপ্রকার শব্দ নির্গত হইয়া থাকে।

ঝাঞ্জি বা ঝাঞ্জি ( ZANZE or ZHANZE, a wind instrument of the Negros ) নিগ্রোদিগের একটী শুষিরযন্ত্র। ( See আম্বিরা )

জানর্ফিকা (ZANORPHICA, a species of clavier instrument, and performed upon with a bow) একপ্রকার সারিকাবিন্যস্তযন্ত্র এবং ধনুর্দ্বারা বাদিত।

জাম্পোগ্না (ZAMPOGNA, an ancient Italian wind instrument) একটী ইতালীয় প্রাচীন শুষিরযন্ত্র। অধুনা ইহার প্রচলন দৃষ্টিগোচর হয় না। এই যন্ত্রটীকে সালুমু (Chalumeau) বা সাল্মি (chalmei) এই সংজ্ঞাতেও অভিহিত করা হইত। ইহার ধ্বনি কতকটা ক্লারিনেটের (clarinet) ন্যায় শুনাইত; কিন্তু তদপেক্ষা অপকৃষ্ট। ইতালীদেশীয় কৃষিজীবীরা ইহার ব্যবহার করিত। য়িহূদীদের মাগ্রেপা বা মাগ্রেফা নামক যন্ত্র অনেকটা ইহার ন্যায়। (See p. 88 and মাগ্রেপা)

জিংরি (GINGRE, a Phœnician wind instrument) একটী ফিনিসীয় শুষিরযন্ত্র। ইহা প্রায় এক ফুট দৈর্ঘবিশিষ্ট হইত। ফিনিসীয়েরা মৃত ব্যক্তিদের সমাধিক্রিয়োপলক্ষে ইহাতে গান বাজাইত।

Stafford's *Oriental Music.*

জিংলেরাস্ (GINGLARUS, a small Egyptian flute) একটী ক্ষুদ্র মৈসর শুষিরযন্ত্র।

জিউক্স ডান্চেস্ (JEUX D'ANCHES, a wind instrument made of reed) একটী নলনির্ম্মিত শুষিরযন্ত্র।

জিঙ্কেন্ (ZINKEN, an ancient wind instrument made of

wood ) একটী কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাচীন শুষিরযন্ত্রবিশেষ। এক্ষণে ইহা অপ্রচলিত।

জিঙ্গল্স্ ( JINGLES, small bells for using on drum ) ঢক্কা-যন্ত্রে সংলগ্নার্থ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা।

জিল্ ( ZIL, Turkish castagnettes used in battles ) তুরুস্ক-দেশীয় সামরিক করতালযন্ত্র।

William C. Stafford.

জিল্লা ( JILLA, a common copper kettle drum of Hindoostan ) একটী ভারতবর্ষের তাম্রনির্ম্মিত সাধারণ আনদ্ধ-যন্ত্র। গ্রাম্যলোকেরা ইহা ব্যবহার করে।

Ibid.

জিল্ হার্ম্মণিকন্ ( XYLHARMONICON, a wooden harmonica ) একপ্রকার কাষ্ঠ নির্ম্মিত হার্ম্মণিকাযন্ত্র।

জীজ (GIGUE, a species of stringed instrument ) একপ্রকার ততযন্ত্র। দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ খৃষ্ট শতাব্দীতে এই যন্ত্র ফ্রান্স দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু উক্ত পঞ্চ-দশ শতাব্দীতে ইহাই রেবেক ( Rebec) নামক যন্ত্রে পরিণত হইয়া ছিল বলিয়া বোধ হয়। ( See রেবেক )

জুঙ্ক ( JUNK, an Arabian harpkind instrument ) একটী আরবদেশীয় হার্পজাতীয় যন্ত্রবিশেষ। ( See চ্যাং )

জুফেলো ( ZUFFELO, according to Chambers, an Italian flute or flageolet possessing a shrill sound, and like the whistling of small birds ) চেম্বার্স সাহেবের মতে

ইহা একটী ইতালীয় ফ্লুট বা ফ্লাজিওলেট। ইহার স্বর তীব্র এবং ক্ষুদ্র পক্ষিগণের শিশের ন্যায়।

জুমারা। ( ZUMMARAH, an Egyptian wind instrument made by two reeds ) মিসরদেশীয় দ্বিনলযন্ত্রবিশেষ। ইহা সে দেশের নাবিকদের অতি প্রিয় যন্ত্র। ইহার দুইটী নলের দৈর্ঘ্য সমান। (See p. 88)। মিসরে আর্গুল নামে আর একটী যন্ত্র আছে, তাহার একটী নল অপরটী অপেক্ষা দীর্ঘতর। ( See আর্গুল )

জুস্-হার্প ( JEWS-HARP, an instrument made of iron ) একটী লৌহনির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইহাতে একখণ্ড স্থিতিস্থাপকগুণপেত লৌহ-জিহ্বা সংযুক্ত থাকে। বাদক অঙ্গুলিদ্বারা উহাতে আঘাত করিয়া নিশ্বাসদ্বারা বাদন-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। ( See J. F. Danneley's Dictionary of Music )। আমাদের দেশে বহুকাল হইতে মোচঙ্গ নামক এইরূপ একটী যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। বোধ হয়, উহাই দেশবিশেষে বিভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। ( See p. 53 )

জেল্জেলিম্ ( TZELTZELIM, an instrument of percussion of the Hebrews ) য়িহুদীদের একপ্রকার ঘনযন্ত্র। ইহা ইউরোপায়দিগের সিম্বল এবং হিন্দুদিগের ঝল্লক যন্ত্রের ন্যায়। য়িহুদীদের এইরূপ আর দুইটী মেজিলোথ্ ও মেৎজিল্থিম্ নামক যন্ত্র আছে, কিন্তু তাহাদের

আকার বিভিন্ন এবং তাহারা ভিন্নরূপ শব্দ উৎপাদন করিয়া থাকে।

জোবেল্ (JOBEL, according to some musicians, a wind instrument of the trumpetkind and used by the Hebrews) কোন কোন সঙ্গীতবেত্তার মতে ইহা শৃঙ্গজাতীয় শুষির যন্ত্রবিশেষ এবং য়িহুদীজাতি কর্ত্তৃক ব্যবহৃত।

Exod, xix. 13; Jos. vi. 4, 5, 6, 8, 13.

## ঝ

ঝঞ্জা বা ঝাঁজ (JHUNJA or JHANJ, a metalic instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একপ্রকার প্রসিদ্ধ ঘনযন্ত্র। ইহাকে ঝাঁঝরও কহে। (See p. 108)

ঝর্ঝর (JHURJHARA, a Hindoo instrument of percussion) হিন্দুদিগের একটি কাষ্ঠখণ্ডে চর্ম্মপুটাচ্ছাদিত আনদ্ধযন্ত্র। ইহাকে কড়র বা কাড়া কহে। (See p. 100)

ঝর্ঝরী (JHURJHARI, the jhurjhar and also a species of Hindoo cymbal) ঝর্ঝরযন্ত্র এবং হিন্দুদিগের একপ্রকার মন্দিরাযন্ত্র।

ঝলরী, ঝল্লরী ও ঝল্লী (JHALARI, JHALLARI and JHALLI, burruka or jhurjhar of the Hindoos) হিন্দুদিগের হুড়ুকা বা ঝর্ঝরযন্ত্র। (See হুড়ুকা and ঝর্ঝর)

ঝল্লক (JHHLLAKA, a species of metalic instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের কাংস্যনির্ম্মিত করতাল যন্ত্র।

(See করতাল)। এই যন্ত্রের সহিত কাংস্য বা কাঁসোর যন্ত্রের অনেক সাদৃশ্য আছে।

ঝাঁঝর (JHANJHARA)। (See ঝঞ্ঝা or ঝাঁজ and p. 108)

ঝাঁঝরী (JHANJHARI, the small jhanjara) ছোট ঝাঁঝর যন্ত্র।

ঝিল্লি (JHILLI, an ancient Hindoo instrument made of metal) হিন্দুদিগের একটী ঘনযন্ত্রবিশেষ। শঙ্খ ঘণ্টাদির ন্যায় ইহাও যে বহু প্রাচীন, শাস্ত্র দেখিলে তাহা প্রতিপন্ন হয়;—

"ঘণ্টাশঙ্খস্তথা ভেরীমৃদঙ্গৌঝিল্লিরেব চ।
পঞ্চানাং শস্যতে বাদ্যং দেবতারাধনেষু চ॥"

ইতি গূঢ়ার্থদীপিকা।

ঝুন্ঝুনী বা ঝুম্ঝুমী (JHUNJHUNI or JHUMJHUMI, an instrument of the Hindoos for children). হিন্দুজাতির একপ্রকার বাদ্যযন্ত্র। ইহা কাষ্ঠ কিম্বা পিত্তল প্রভৃতি ধাতব পদার্থে নির্ম্মিত হয়। ইহার কোষমধ্যে গুঞ্জাকৃতি কতকগুলি ধাতব পদার্থ বা কঙ্কর পূর্ণ থাকে। শিশুরা এই যন্ত্র লইয়া খেলা করে। এই যন্ত্র কাগজেরও হইয়া থাকে।

## ট

টক্-কে (TUK-KAY, a stringed instrument like a lizard, common in Siam) একটী ততযন্ত্রবিশেষ। টিক্‌টি-

কির ন্যায় নির্ম্মিত হয় বলিয়া এই যন্ত্রের ঈদৃশ নাম হইয়াছে। একখণ্ড কাষ্ঠে ইহা গঠিত। ইহাতে দুইটী রেসম-তন্তু এবং একটী পিত্তল-তার যোজিত থাকে। শ্যামদেশে এই যন্ত্র প্রচলিত।

কটতন্ত্রী (TAKATANTRI, an ancient stringed instrument of the Hindoos) হিন্দুদিগের একটী প্রাচীন ততযন্ত্র। (See সঙ্গীত-দর্পণ)

টফ্ (TOPH, a Jewish instrument of percussion) য়িহুদী জাতীয় আনদ্ধযন্ত্রবিশেষ। ইংরাজেরা ইহাকে টিম্বেল (Timbrel) অথবা টাব্‌রেট (Tabret) বলেন। ইহা আমাদের দেশের "ডক্ষ" এবং আরব দেশের "ডফ" বা "আডুফ্" যন্ত্রের ন্যায়। (See ডক্ষ and আডুফ্)

টম্-টম্ (TOM-TOM, a species of drum) একপ্রকার ঢক্কাযন্ত্র।

টম্মিটম্ (TAMMETAM, an instrument of percussion common in Ceylon) একপ্রকার আনদ্ধযন্ত্র। অস্ম-দ্দেশীয় ঢক্কার ন্যায় ইহার আকার। সিংহলবাসীরা কাডিপো (Kaddipow) নামক কাষ্ঠিকাদ্বারা ইহা বাজাইয়া থাকে।

টর্‌পডিয়ন (TERPODION, a curious musical instrument like harmonium, made by Buschmann) বক্‌মান নামক জনেক ব্যক্তিনির্ম্মিত হারমণিয়মের ন্যায় একটী অদ্ভুত বাদ্যযন্ত্র। কিন্তু হারমণিয়ম অপেক্ষা ইহার ধ্বনি

সুমধুর এবং কলকৌশল অপূর্ব্ব। হাম্বর্গ নগরে উপরিউক্ত নির্ম্মাতার পিয়ানোফোর্টিনির্ম্মাণগৃহে এই যন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত মহাত্মা ডিউক্ অব্ সাক্‌স কোবর্গ (Duke of Sax Cobourg) এই যন্ত্রের এইরূপ আখ্যা প্রদান করেন।

টাবরেট (TABRET, an English instrument of percussion) একটী ইংরাজী আনদ্ধযন্ত্র। (See টাবোর or টাবোরেট) ইহা আমাদের দেশের "ডম্ফ", আরব দেশের 'ডফ' বা "আদুফ্" এবং য়িহুদীদের "টফ" যন্ত্রের ন্যায়। (See ডম্ফ, ডফ and টফ)

টাবোর বা টাবোরেট (TABOUR or TABOURET, a small drum beaten with a stick) একটী ক্ষুদ্র ঢক্কা-বিশেষ। একটী ক্ষুদ্র যষ্টিদ্বারা ইহা বাদিত হয়।

টালী (TALLEA, a bronze instrument of the Singhalese) সিংহলীয়দের একটী পিত্তলনির্ম্মিত ঘনযন্ত্রবিশেষ। মুদ্গরদ্বারা ইহার বাদনক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আমাদের ঘড়ি যন্ত্রের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে। (See ঘড়ি and p. 109) Stafford's *Oriental Music.*

টিওর্বা বা থিওর্বি (TEORBA or THEORBE, the bass-lute) এক প্রকার ততযন্ত্র। ইহাকে বাসল্যুট কহে। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে বার্দেলা (Bardella) নামক জনৈক ব্যক্তিকর্ত্তৃক এই যন্ত্রটী নির্ম্মিত হয়।